বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

www.mofood.gov.bd

বাণী

উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। একই সাথে কৃষকের উৎপাদিত ধান/চালের প্রণোদনা মূল্য প্রদান, বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় মাত্রায় রাখার মাধ্যমে সকল শ্রেণির জনগনের খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের হওয়ায় সমাজের সকল জনগোষ্ঠির জন্য খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় রাখতে সরকার ওএমএস, ভিজিএফ, জিআর, কাবিখা, টাবিখা, ভিজিডি ইত্যাদি কর্মসূচি জোরদার করেছে। এছাড়াও বর্তমান সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ের নিম্ন আয়ের মানুষের এবং ৪র্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারিদের জন্য সুলভ মূল্য কার্ড চালু করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ফলে দেশের গরীব জনগন সহজেই খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারছে। সুখের বিষয় যে, বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশে খাদ্য উৎপাদন অব্যহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশ ইতোমধ্যে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করেছে। ফলশ্রুতিতে বিগত ২ বছরের ন্যায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরেও বিদেশ থেকে কোন চাল আমদানি করতে হয়নি।

জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময়ে সরকারি খাদ্য গুদামের মোট ধারণক্ষমতা ছিল ১৫ লাখ মেট্রিক টন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নিরিখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ, বিদ্যমান গুদাম সংস্কার ও নতুন খাদ্য গুদাম এবং আধুনিক সাইলো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহন করে। এর ফলে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর শেষে সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা প্রায় ২০.৪ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর অধীনে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইনের অধীনে কয়েকটি প্রবিধান প্রণীত হয়েছে এবং আরও কয়েকটি প্রবিধান প্রণয়ন চলমান আছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। জনবল নিয়োগ ও প্রবিধান প্রণয়ন পূর্বক জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের জনগনের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

এ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম, এম.পি
মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ করে খাদ্য মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে প্রতি অর্থবছরের কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় খাদ্য মন্ত্রণালয় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।

দেশে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখাসহ খাদ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিগত অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষ করে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সরবরাহ, খাদ্যশস্য পরিবহন ও সংরক্ষণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য এ প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে।

দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী খাদ্য গুদাম সংস্কার ও নতুন গুদাম নির্মান প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এসব প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সাইলো নির্মানের পাশাপাশি আরোও খাদ্য গুদাম নির্মান কাজ অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে দেশের খাদ্য মজুদ সক্ষমতা ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ২০.৪ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে যা ২০২১ সালে ৩০ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। জনগণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছে এবং এর অধীনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ১ জন চেয়ারম্যান, ৪ জন সদস্য ও ১ জন সচিবের সমন্বয়ে গঠিত এ কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে তার কার্যক্রম শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষের ১০০৪ জন লোকবলের একটি সাংগঠনিক কাঠামো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন এবং নিয়োগ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমার বিশ্বাস এ প্রতিবেদন জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য ও ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমাদের কথা

বার্ষিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে সরকার এবং জনগনকে অবহিত করাই এ প্রতিবেদন প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা, কোষ, অনুবিভাগ ও খাদ্য অধিদপ্তর এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সমন্বিত কার্যক্রমের বিবরন প্রকাশ করা হয়েছে।

আধুনিক ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রনীত জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা (২০০৮-২০১৫) এবং কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্লান অনুসরন করে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর/অধিদপ্তর, সংস্থা ও বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ড চলমান আছে। সরকারি খাতে গুদামের ধরন ক্ষমতা বৃদ্ধি, খাদ্য গুদামের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, সাইলো নির্মান, আধুনিক বহুতল ফ্ল্যাট গুদাম নির্মানের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান আছে।

অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য সংগ্রহের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করায় কৃষকগণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত হয়েছে। ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ধারা অব্যহত থাকে এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে চাল উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। এ বছর বিদেশ থেকে কোন চাল আমদানি করতে হয়নি।

দেশের আপামর জনসাধারনের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণয়ন করে। ইতোমধ্যে আইনটি ০১ ফেব্রুয়ারি তারিখে কার্যকর হয়েছে এবং এ আইনের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও তা পুস্তক আকারে মুদ্রনের জন্য একটি কমিটি এবং একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই এবং তথ্য উপাত্ত বিন্যস্ত করে এ কাজে সহযোগিতা করেছে।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারনে প্রতিবেদনটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাড়াহুড়া করে প্রকাশ করতে হয়েছে। সঙ্গত কারনে প্রতিবেদনটি নির্ভুলভাবে প্রণয়নের প্রচেষ্টা করা হলেও এতে কিছু ভূল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এ বিষয়টি সকলকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্ত উৎসাহী, গবেষক, নীতি নির্ধারক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে সহায়ক হবে বলে আশা রাখি।

মানবেন্দ্র ভৌমিক
অতিরিক্ত সচিব ও সভাপতি
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬

প্রকাশক
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০১৬

স্বত্ব
খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ডিজাইন, কম্পোজ ও সার্বিক সহযোগিতায়
আইসিটি সেল
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচীপত্র	v
	সারণী তালিকা	vii
	লেখচিত্র ও আলোকচিত্র তালিকা	viii
	শব্দসংক্ষেপ	ix
	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	xi
১.০	**ভূমিকা**	১
২.০	**সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী**	৩
	২.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী	৩
	২.১.১ সাংগঠনিক কাঠামো	৩
	২.১.২ কার্যাবলী (Allocation of Business)	৪
	২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী	৫
	২.২.১ সাংগঠনিক কাঠামো	৫
	২.২.২ কার্যাবলী	৬
৩.০	**খাদ্য পরিস্থিতি**	৭
	৩.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি	৭
	৩.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি	৮
	৩.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি	৮
	৩.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	১০
	৩.২.৩ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, ভোগ ও পুষ্টি পরিস্থিতি	১১
৪.০	**সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা**	১২
	৪.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ	১২
	৪.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	১২
	৪.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি	১৩
	৪.১.৩ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১৩
	৪.১.৪ বেসরকারি আমদানি	১৩
	৪.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ	১৪
	৪.২.১ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী	১৪
	৪.৩ খাদ্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মুজদ ব্যবস্থাপনা	১৬
	৪.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহন	১৬
	৪.৩.২ খাদ্যশস্য মজুদ	১৭
	৪.৩.৩ গুদাম ভাড়া প্রদান	১৮
	৪.৩.৪ যন্ত্রাংশ ক্রয়	১৮
	৪.৩.৫ বস্তা ক্রয়	১৮
	৪.৪ পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রম	১৯
	৪.৪.১ পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ	১৯
	৪.৪.২ কাঠের ডানেজ ক্রয়	১৯
	৪.৪.৩ নতুন নির্মাণ মেরামত কাজ	১৯
৫.০	**উন্নয়ন**	২০
	৫.১ মংলা বন্দরে ৫০ হাজার মেঃ টন ধারণক্ষমতার কনক্রিট সাইলো নির্মাণ	২০
	৫.২ সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৫ হাজার মেঃটন ধারণক্ষমতার Multistoried Warehouse নির্মাণ	২১
	৫.৩ সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মেঃ টন ধারণক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	২১
	৫.৪ Modern Food Storage Facilities Project	২১
	৫.৫ Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food	২২
৬.০	**মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন**	২৩
	৬.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়	২৩
	৬.১.১ নিয়োগ ও পদোন্নতি	২৩
	৬.১.২ প্রশিক্ষণ	২৩

ক্রমিক		বিষয়	পৃষ্ঠা
	৬.২	খাদ্য অধিদপ্তর	২৩
		৬.২.১ নিয়োগ	২৩
		৬.২.২ প্রশিক্ষণ	২৩
৭.০	**বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নীরিক্ষা কার্যক্রম**		২৫
	৭.১	বাজেট ব্যবস্থাপনা	২৫
		৭.১.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ	২৫
		৭.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	২৬
		৭.১.৩ বাজেট সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী	২৭
		৭.১.৪ হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী	২৭
	৭.২	নিরীক্ষা	২৮
		৭.২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২৮
		৭.২.২ বহিঃ নিরীক্ষা	৩০
		৭.২.৩ অডিট আপত্তি নিস্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	৩০
		৭.২.৪ দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিস্পত্তির কার্যক্রম	৩১
৮.০	**পরীবিক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা**		৩২
	৮.১	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী	৩২
		৮.১.১ জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা ও সিআইপি মনিটরিং	৩৩
		৮.১.২ তথ্য ব্যবস্থাপনা	৩৩
		৮.১.৩ প্রকাশনা কার্যক্রম	৩৪
৯.০	**অন্যান্য কার্যক্রম**		৩৬
	৯.১	সেবা ও লজিষ্টিক সাপোর্ট	৩৬
	৯.২	সমন্বয়	৩৬
		৯.২.১ জাতীয় সংসদ	৩৬
		৯.২.২ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	৩৬
		৯.২.৩ অভ্যন্তরীণ সমন্বয়	৩৭
		৯.২.৪ অন্যান্য	৩৭
	৯.৩	আইসিটি কার্যক্রম	৩৭
	৯.৪	নতুন আইন, নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন	৩৯
		খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো	৪০
		বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি	৪১

সারণীর তালিকা

সারণী	বিষয়	পৃষ্ঠা
২.১	মাঠ পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ মঞ্জুরি	৫
৩.১	অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন	৭
৩.২	মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	৯
৩.৩	আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি	১০
৩.৪	মহিলাদের স্বল্প ওজন বা দীর্ঘ মেয়াদী শক্তির হার	১১
৪.১	চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র	১৩
৪.২	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ	১৪
৪.৩	পরিবহন ঠিকাদারের বিবরণ	১৬
৪.৪	খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমান	১৭
৪.৫	মাস ওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুদ	১৭
৪.৬	গুদাম ভাড়া বাবদ আয়	১৮
৭.১	ব্যয় বাজেট ২০১৫-১৬	২৫
৭.২	প্রাপ্তি বাজেট ২০১৫-১৬	২৬
৭.৩	২০১৫-১৬ খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন	২৬
৭.৪	খাদ্য অধিদপ্তরের নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম	২৯
৭.৫	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম	৩০
৭.৬	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ	৩১
৮.১	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি	৩৫

লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩.১	খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন	৭
৩.২	মোটা চাল ও গমের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	৯
৩.৩	আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	১০
৩.৪	গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি	১১
৩.৫	গমেরআন্তর্জাতিক মূল্য (এফওবি) ইউএস এসআরডাব্লিও, ইউক্রেন ও রাশিয়া,২০১৪-১৫	১৩
৪.১	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ	১৫

আলোকচিত্রের তালিকা

আলোকচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪.১	ওএমএস বিক্রয় কার্যক্রমে ক্রেতাগণের দীর্ঘ লাইন	১৫
৪.২	চট্টগ্রাম সাইলোতে লাইটার ভেসেল হতে গম খালাসের দৃশ্য	১৬
৫.১	মংলায় নবনির্মিত ৫০ হাজার মেঃ টন ধারণক্ষমতার কনক্রিট গ্রেইন সাইলো	২০
৫.২	সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে নবনির্মিত Multistoried Warehouse	২১
৮.১	জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা	৩৪

শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

ADB	Asian Development Bank
AFMA	Asian Food Marketing Association
BCIP	Bangladesh Country Investment Plan
BCS	Bangladesh Civil Service
BDHS	Bangladesh Demographic & Health Survey
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BELA	Bangladesh Environment Lawyers Association
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Center
CARE	Cooperation for American Relief Everywhere
CIP	Country Investment Plan
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CRTC	Central Road Transport Contractor
CSD	Central Storage Depot
DBCC	Divisional Boat Carrying Contractor
DoE	Department of Environment
DRTC	Divisional Road Transport Contractor
EOI	Expression of Interest
FAO	Food & Agriculture Organization
FFW	Food for Work
FIMA	Financial Institute of Management and Accounting
FPC	Fair Price Card
FPMC	Food Planning & Monitoring Committee
FPMU	Food Planning & Monitoring Unit
FSNIS	Food Security and nutrition Information System
HIES	Household Income & Expenditure Survey
IBCC	Internal Boat Carrying Contractors
IDA	International Development Agency
IDTS	Inspection, Development & Technical Services
INFS	Institute of Nutrition & Food Science

IRTC	Internal Road Transport Contractor
JDCF	Japan Debt Cancellation Fund
LSD	Local Supply Depot
MBF	Ministry Budgetary Framework
MIS&M	Management Information System & Monitoring
MoU	Memorandum of Understanding
MTBF	Mid-Term Budgetary Framework
NAPD	National Academy of Planning and Development
NESS	National E-service System
NFP	National Food Policy
NFPCSP	National Food Policy Capacity Strengthening Program
NFPPOA	National Food Policy Plan of Action
OMS	Open Market Sale
PFDS	Public Food Distribution System
PIMS	Personal Management Information System
PMC	Private Major Carrier
RPATC	Regional Public Administration Training Centre
SRW	Soft Red Wheat
SSNP	Social Safety Net Program
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
TR	Test Relief
VGD	Vulnerable Group Development
VGF	Vulnerable Group Feeding
WFP	World Food Program

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ (Executive Summary)

১. খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপর অনেক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয় এবং ২০০৪ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একীভূত মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। অতঃপর জানুয়ারি ২০০৯ সালে একীভূত হয়ে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় পূনগর্ঠিত হয়ে খাদ্য বিভাগ সৃষ্টি হয় এবং সর্বশেষ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নামে দুটি বিভাগ স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়।

২. আমাদের মত বিপুল জনসংখ্যার দেশে সকল সময়ে সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্যতা বাড়লেও অঞ্চল ভেদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা এখনও শতভাগ সম্ভব হয়নি। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলার পাশাপাশি বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন সমন্বয় এবং নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আওতায় ০২.০২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর সার্বিক নির্দেশনায় সচিবের অধীনে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যাবলী ৫টি অনুবিভাগ যথা- প্রশাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, সংগ্রহ ও সরবরাহ, বাজেট ও অডিট এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

৩. খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্য মত্রণালয়ের সংযুক্ত দু'টি সংস্থা। মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সার্বিক সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের জন্য ৭ (সাত) জন পরিচালক, মাঠ পর্যায়ে ৭টি অঞ্চলে আছেন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা পর্যায়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলায় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল জেলা-উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই

বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য সরকার একজন অতিরিক্ত সচিবকে প্রেষণে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছে। বিসিএসআইআর এর একজন সাবেক সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপককে চুক্তি ভিত্তিক এবং সরকারের একজন যুগ্ম সচিবকে প্রেষণে কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া একজন যুগ্ম-সচিবকে প্রেষণে কর্তৃপক্ষের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫ টি পরিচালকের পদে সরকার ৫ জন উপ সচিবকে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করেছে।

৪. খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতির নিরিখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে। স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি তথা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্যশস্য আমদানি, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৬০.৫৮ এবং ৩৬১.৬৭ লক্ষ মেঃ টন। দেশ বর্তমানে চালে স্বয়ংসম্পূর্ন। তবে দেশে গমের ঘাটতি মেটানোর জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৩.৯০ এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩.৩০ লক্ষ মেঃ টন গম সরকারের নিজস্ব অর্থে জিটুজি ভিত্তিতে/আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানি করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫২.৬৪ লক্ষ মেঃ টন এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪৫.৩৬ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য আন্তর্জাতিক উৎস হতে আমদানি করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চাল, গম ও আটার বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত আছে।

৫. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির (এফপিএমসি'র) সভায় প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩১.০০ টাকা নির্ধারণপূর্বক ২.০০ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত সংগ্রহ মেয়াদ ১৫ মার্চ, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ২.০০ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল সংগৃহিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে এফপিএমসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কেজি ২৮ টাকা মূল্যে নির্ধারিত সময়সীমা ২০ জুন, ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ২.০০ লাখ মেঃ টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১.৯৮ লাখ মেট্রিক টন গম অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৯%। ২৪/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে এফপিএমসি'র সভায় ২০১৬ সালের বোরো

সংগ্রহ মৌসুমে (০৫/০৫/২০১৬-৩১/০৮/২০১৬ খ্রিঃ) প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৩.০০ টাকা হিসাবে ৭ লাখ মেট্রিক টন ধান সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে এবং প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩২.০০ টাকা ও প্রতি কেজি আতপ চাল ৩১.০০ টাকা হিসাবে ৬.০০ লাখ মেট্রিক টন চাল (সিদ্ধ চাল ৫.০০ লাখ মেট্রিক টন এবং আতপ চাল ১.০০ লাখ মেট্রিক টন) ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩০ জুন, ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩.৮৬ লাখ মেঃ টন ধান কৃষকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬. ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকার খাদ্য মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে খাদ্যশস্য বিতরণে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২.১৬ লাখ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আর্থিক খাতে (ইপি, ওপি, স্কুল ফিডিং, ওএমএস, সুলভ মূল্য কার্ড ইত্যাদি) ৯.৫৫ লাখ মেট্রিক টন এবং অনার্থিক খাতে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ইত্যাদি) ১২.৬১ লাখ মেট্রিক টন। উক্ত বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত মোট বিতরণের পরিমাণ ২০.৬৪ লাখ মেট্রিক টন; যার মধ্যে আর্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮.৬৩ লাখ মে. টন ও অনার্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ১২.০১ লাখ মে. টন।

৭. সরকারি খাদ্যশস্য মজুদের জন্য দেশে ৬৩৪ টি এলএসডি, ১৩ টি সিএসডি ও ৫ টি সাইলো রয়েছে। এ সব সংরক্ষণাগারের কার্যকরী ধারণক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ২০.৪ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী এক খাদ্য গুদাম থেকে অন্য খাদ্য গুদামে খাদ্য পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পথ ব্যবহার করা হয় যেমন- নৌপথ, রেল পথ ও সড়ক পথ। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে রেল পথে ১,১২,৩৮৮ মেঃ টন, সড়কপথে ৫,৪৬,৫২৫ মেঃ টন এবং নৌপথে ৩,০৬,৭১৭ মেঃ টন, সর্বমোট ৯,৬৫,৬৩০ মেঃ টন খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয়ভাবে পরিবাহিত হয়েছে।

৮. সরকার খাদ্য শস্যের মজুদ সর্বদা একটি যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ সময়ে মাসওয়ারী সর্বোচ্চ খাদ্যশস্য মজুদ ছিল ১৫.৮৭ লক্ষ মেঃ টন (অক্টোবর ২০১৫) এবং সর্বনিম্ন মজুদ ছিল ৯.৩৯ লক্ষ মেঃ টন (জুন ২০১৬ মাসে)। সরকারি খাদ্যশস্য ছাড়াও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে WFP, Save the Children, CARE সহ মোট ৭ (সাত) টি সংস্থাকে সর্বমোট ১৪,৫০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম ভাড়া দেওয়া হয় এবং এ সময়ে গুদাম ভাড়া বাবদ সরকারের ৬৯.৩০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। মজুদ ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪ কোটি ৭২ লক্ষ ৬৪ হাজার পিস বস্তা ক্রয় করা হয়েছে।

৯. বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণকালে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৪.০০ লক্ষ মে. টন.। দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ধারণ ক্ষমতা পর্যাপ্ত না হওয়ায় ২০১৬ সালের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ২১ লক্ষ মে.টনে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পণা বাস্তবায়নে ২০১৬ সালের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ২১.৫০ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত করতে মোট ৭.৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার গুদাম নির্মাণের বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়নও প্রায় শেষ পর্যায়ে। নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ এবং পূনঃনির্মানের মাধ্যমে অব্যবহৃত খাদ্যগুদাম ব্যবহার উপযোগী করায় বর্তমানে খাদ্যশস্যের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২০.৪ লক্ষ মে.টন এ উন্নীত হয়েছে।

১০. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়ন হার সন্তোষজনক ছিল। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মূল বাজেট ১১২১৮.৬৮ কোটি টাকা, সংশোধিত বাজেটে ৯২৪৪.০৬ কোটি টাকা পুণঃনির্ধারিত হয়। অর্থবছর শেষে প্রকৃত ব্যয় হয় ৬৯৩৮.৭৩ কোটি টাকা ও বাজেট বাস্তবায়নের হার ছিল প্রায় ৭৫%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন ছিল যথাক্রমে ৭৩৮২.১৩ কোটি টাকা এবং ৫৩৬৩.৯৩ কোটি টাকা। সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Mid Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) এবং বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ৭ টি সভা করেছে। অর্থ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে নিয়মিতভাবে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সাপ্তাহিক পর্যালোচনা/সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করছেন।

১১. খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেও অব্যাহত ছিল। অভ্যন্তরীণ অডিটের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৫১ টি জেলার ৯৯০ টি কেন্দ্রে নিরীক্ষা সম্পাদিত হয়। এতে উত্থাপিত ২৯৭০ টি আপত্তির সাথে জড়িত অর্থের পরিমান ১৯.৭৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ সময়ে বাণিজ্যিক অডিটের আওতায় ২০৩৫৩ টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যাতে জড়িত অর্থের পরিমান ৩২৯৬৬৭.৩৯ কোটি টাকা। এ সময়ে ৬৩৬ টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমান ৪৫৬.৪২ কোটি টাকা।

১২. ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেশের সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট হতে বেশকিছু যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ অর্থবছরে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির মোট ৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে দেশের সার্বিক খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ পরিস্থিতি, খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক আমন/বোরো/গম এর অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ও মূল্য নির্ধারণ, ওএমএস খাতের গম ও আটার মূল্য নির্ধারণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার এবারই প্রথম কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা তথা তাদের উৎপাদিত ধানের যথাযথ মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ৭ লক্ষ মেঃ টন ধান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ধান ক্রয় অব্যাহত আছে। এছাড়া, অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেও জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০১৬ প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতির এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চিহ্নিত ২৬ টি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সিআইপির অগ্রাধিকারমূলক ১২টি ক্ষেত্রের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাদৃত হয়েছে।

১৩. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক সংসদ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্য মন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানের জন্য খাদ্য ব্যবস্হাপনা সম্পর্কে উত্থাপিত ২৩৬ টি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুতপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সংসদীয় স্হায়ী কমিটি আহুত ৭ টি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখাসমূহ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

১৪. সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত/বাস্তবায়িত হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নথি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যমে নতুন ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং খাদ্য অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ছুটির আবেদন অনলাইনে গ্রহন ও নিস্পত্তি করা হচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Suit Information System নামক সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১,১৬৯টি মামলার তথ্য এন্ট্রি করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত তথ্য, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, গ্রেডেশন তালিকা প্রভৃতি ডাটাবেজে সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী Personnel Information Management System (PIMS) নামক অনলাইন ভিত্তিক একটি সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৯,২১২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক খাদ্য

সংরক্ষনাগার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচেছ। এ প্রকল্পের Sub-Component B2এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে ইন্টারনেট ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন এবং E-Service ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে Service Delivery সহজতর করা হচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের মিলারদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য Millers Information Software প্রণয়ন করা হয়েছে যা অচিরেই তথ্য সংরক্ষণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে (অধিদপ্তরের জেলা পর্যায় পর্যন্ত) ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে। সকল কর্মকর্তার ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং সরকারি সকল পত্রে ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১৫. সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন যুগোপযোগী ও টেকসই কার্যক্রমের ফলে দেশে খাদ্য সরবরাহ সন্তোষজনক ছিল এবং প্রধান প্রধান খাদ্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা বজায় থেকেছে। ফলে, দেশের মানুষের খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার আরও সুসংহত হয়েছে। খাদ্য ভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ দেশের দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও উন্নয়ণের চাকা গতিশীল রাখতে সহায়তা করেছে। সরকারি খাদ্য গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছ। খাদ্য মন্ত্রণালয় তার গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি আরও কার্যকর, সমৃদ্ধ, জনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য আগামী দিনগুলোতেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

১.০ ভূমিকা

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে পরিমিত, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। মানুষের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গত শতাব্দির চল্লিশের দশকে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালিত করে।

এরপর অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৭২ সালে এটির নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসামরিক মন্ত্রণালয়। নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা না মিটায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে খাদ্যশস্য মজুদ ও সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও সরকারের কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি, ভিজিএফ, রেশনিং ইত্যাদি ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্য মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৬ মে ২০০৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-মপবি-৪/৫/২০০৩-বিধি/৪২ এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় নামে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখের প্রাজ্ঞাপন নং-মপবি-৪/৫/২০০৮-বিধি/১৬৮ এর মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে 'খাদ্য বিভাগ' এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ' নামে দুটি বিভাগে রূপান্তর করা হয়। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১. ০০২. ২০১২-৯৬ নম্বর আদেশে দুটি বিভাগকে আলাদা করে দুটি পৃথক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করে এবং খাদ্য বিভাগ খাদ্য মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ন একটি দেশ। ১৯৭১ সালের তুলনায় বর্তমান জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশী হওয়া এবং আবাদযোগ্য জমি ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়া সত্বেও সরকার কর্তৃক কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তূকি প্রদান, সার, বীজ, কীটনাশক ও প্রযুক্তি সহজলভ্য করায় ইতিমধ্যে খাদ্য উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বর্তমানে দেশ খাদ্যে, বিশেষত চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করেছে। তথাপিও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দারিদ্র ও আয় বৈষম্যের মধ্যে দিনাতিপাত করে থাকে। ফলে, জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্যতা বাড়লেও অঞ্চল ভেদে দরিদ্র গোষ্ঠীর পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ।

সাংবিধানিকভাবে জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষ করে ২০০৭-০৮ এ বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের পর থেকে বিশ্ব বাজারে সরবরাহ ও মূল্যের অস্থিশীলতা বিরাজমান। দেশের বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা রোধ এবং খাদ্যশস্যের মজুদ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে সরকার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দরপত্রের মাধ্যমে এবং 'সরকার হতে সরকার' পর্যায়ে চুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ নিশ্চিত করায় এবং বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিতরণ অব্যাহত রাখায় খাদ্যশস্যের মূল্য ২০১৫-১৬ সালে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির জন্য সমন্বিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) ২০১০ সালে প্রণীত হয়; ২০১১ সালে এটি সংশোধিত হয়। CIP এর মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি দেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং এতদলক্ষ্যে সরকার ২০১৩ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩ প্রণয়ন করে। আইনটি ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে কার্যকর হয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এ সরকার বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে ইস্কাটন গার্ডেনস্থ প্রবাসী কল্যান ভবনে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সচিবালয় নির্দেশমালা ১৯৭৬ (Secretariat Instructions 1976) এবং সরকারের কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ (Rules of Business 1996) অনুসারে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রতিবছরের কার্যক্রমের বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। সে অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগ, এফপিএমইউ, অধিশাখা, শাখাসমূহ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে সম্যক ধারণা লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

২.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

২.১.১ সাংগঠনিক কাঠামো

সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্হা নিশ্চিত করার ব্রত নিয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ ১৩.০৯.২০১২ তারিখের ০৪.০২৩.০২২.০২.০১.২০১২-৯৬ নং পত্র সংখ্যার মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বিভক্ত হয়ে (ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে দু'টি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হলেও বিলুপ্ত খাদ্য বিভাগের জন্য প্রযোজ্য জনবল খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাঠামোতে অপরিবর্তিত রাখা হয়। সচিবের অধীনে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যাবলী পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও উন্নয়ন, সংগ্রহ ও সরবরাহ, বাজেট ও অডিট এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট নামে ৪ টি অনুবিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে কর্মসম্পাদনের সুবিধার্থে প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগকে প্রশাসন অনুবিভাগ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে দুটি অনুবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রশাসন অনুবিভাগ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগে ২ জন অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগে এবং বাজেট ও অডিট অনুবিভাগে ২ জন যুগ্ম-সচিব এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটে ১ জন যুগ্ম-সচিব বা সমমর্যাদার কর্মকর্তা মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগের অধীনে প্রশাসন-১ অধিশাখায় ১ জন যুগ্ম-সচিব, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখায় ১ জন উপ সচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখায় ১ জন উপ সচিব, সংস্থা প্রশাসন শাখায় ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, সেবা এবং তদন্ত অধিশাখায় ১ জন করে উপ সচিব দায়িত্বরত আছেন। এছাড়া, সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় ১ জন যুগ্ম সচিব এবং আইসিটি সেলে ১ জন প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন। প্রশাসন অনুবিভাগে মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, শৃংখলা, পেনশন ও সমন্বয় বিষয়াদির নীতিনির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করা হয়।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে উপপ্রধান (পরিকল্পনা কোষ) এর তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা-১, পরিকল্পনা-২ এবং পরিকল্পনা-৩ শাখা পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগে ১ জন উপপ্রধান, ১ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান ও ১ জন সহকারী প্রধান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ অনুবিভাগে মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের নীতি নির্ধারণী কার্যাদি সম্পাদন করা হয়।

সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ

সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগের অধীনে সরবরাহ অধিশাখায় ১ জন উপ সচিব, সরবরাহ-১ শাখায় ১ জন সহকারী সচিব, সরবরাহ-২ শাখায় ১ জন উপ সচিব, সংগ্রহ অধিশাখায় ১ জন যুগ্ম-সচিব, বৈদেশিক সংগ্রহ শাখায় ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখায় ১ জন যুগ্ম-সচিব কর্মরত আছেন। এ অনুবিভাগ খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সংগ্রহ, চলাচল, মজুদ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের অধীনে অডিট অধিশাখায় ১ জন যুগ্ম সচিব, বাজেট ও হিসাব অধিশাখায় ১ জন উপ সচিব ও ১ জন বাজেট অফিসার এবং অডিট-৩ শাখায় ১ জন উপ সচিব কর্মরত আছেন। মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্যিক অডিট নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)

এ ইউনিটে যুগ্ম-সচিব বা সম পদমর্যাদার ১ জন মহাপরিচালকের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং দেশেরসার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণসহ সরকারের খাদ্যনীতি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রমসম্পাদিত হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখানো হলো।

২.১.২ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী (Allocation of Business)

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা;
- জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন;
- নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ;
- খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ;
- খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ;
- রেশনিং ব্যবস্থাপনা;
- খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ এবং আমদানি, রপ্তানি ও স্থানীয় পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ;
- খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন;
- খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ;
- মজুদ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা;
- খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ;
- নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সকল কার্যক্রম;

২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

২.২.১ সাংগঠনিক কাঠামো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৭ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়।

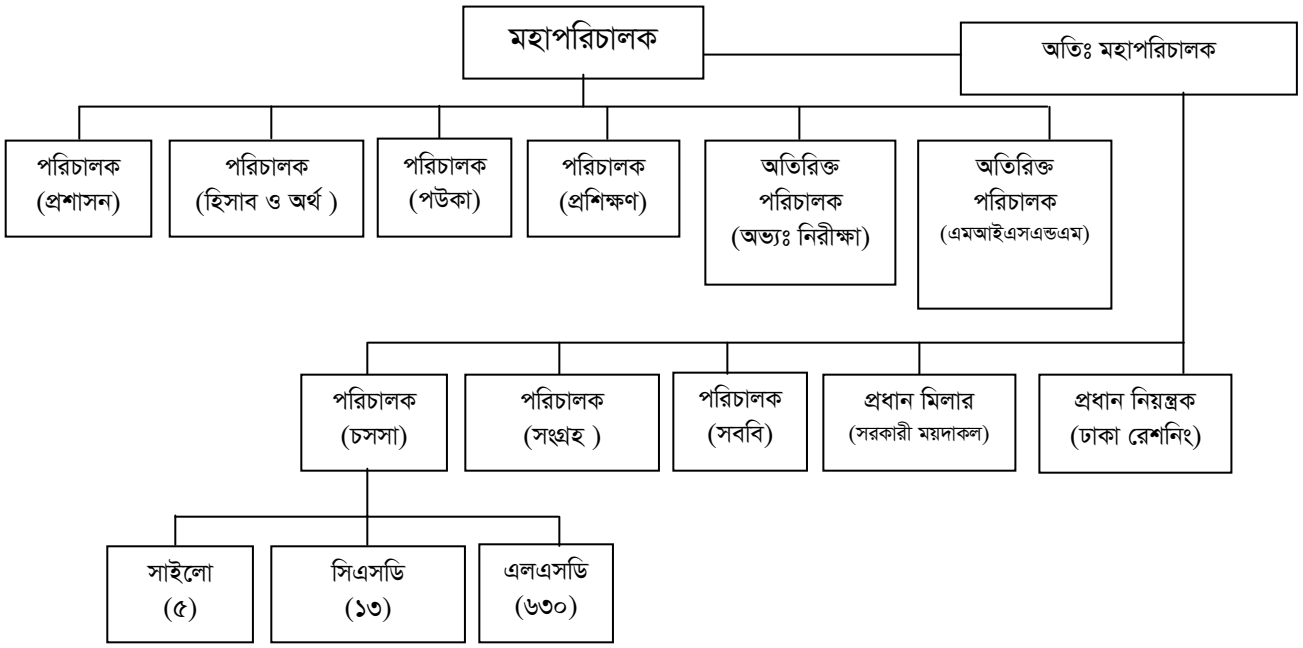

সারণী ২.১ঃ মাঠ পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের নিম্নরূপ কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদমঞ্জুরি

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৭
সাইলো অধীক্ষক	৫
রক্ষণ প্রকৌশলী	৯
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৬
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৯
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৫৭
আরএমই	৬
২য় শ্রেণী	১৭৫৭
৩য় শ্রেণী	৪৭৩০
৪র্থ শ্রেণী	৬২৯৬
মোট জনবল	১৩৬০২

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের জন্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারাদেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

২.২.২ কার্যবালী

Bengal Civil Supply Dept. প্রতিষ্ঠাকালে প্রধান প্রধান শহরগুলোতে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বত্র তা সম্প্রসারিত করা হয়। কালের বিবর্তনে এবং সময়ের প্রয়োজনে সর্বশেষ ১৯৮৪ সালে বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট সমন্বিত খাদ্য অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হলে নিম্নরূপভাবে এ বিভাগের কার্যাবলী পূর্ণগঠন করা হয়

- খাদ্য অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সার্বিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা;
- সরকার কর্তৃক জারীকৃত আইন.অধ্যাদেশ, বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক মাঝে মাঝে জারীকৃত নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন;
- মাঠ কর্মীদের নির্বাহী ও পরিচালনাগত নির্দেশনা দান এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;
- বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী ও পদায়ন;
- ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কিত কারিগরী বিষয়াদি ও নীতি নির্ধারণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- দপ্তরের কর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন;
- কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণের ক্ষমতা অর্পণের সুস্পষ্ট স্থায়ী আদেশ জারী;
- ডিপার্টমেন্টের কাজ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;
- সামগ্রিক কাজের অগ্রগতি এবং অধিককাল নিস্পত্তির অপেক্ষমান বিষয়সমূহ নিস্পত্তি ;
- কর্মকর্তাদের মধ্যে কার্য বন্টনপূর্বক সকল কার্যাবলী সূচারুরূপে সম্পাদন;
- পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশ, ভৌত সুবিধা, লোকবল ও অন্যান্য লভ্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ;
- প্রয়োজনের মুহূর্তে সুস্পষ্ট ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- দপ্তরের যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ের তদন্ত ও পরিসংখ্যান;
- সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ের ফি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা।

৩.০ খাদ্য পরিস্থিতি (২০১৫-১৬)

২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি উপাদান/নিয়ামক যথা প্রাপ্যতা (Food Availability), জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির প্রবেশাধিকার তথা ক্রয় ক্ষমতা (Access to Food) এবং পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তার এসব মাত্রা মূলতঃ দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি তথা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্যশস্য আমদানি, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি নিম্নরুপ ছিলঃ

৩.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কর্তৃক দেশে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল সর্বমোট ৩৬৪.২৫ লাখ মে. টন (চাল ৩৫০.৭৭ লাখ মে. টন এবং গম ১৩.৪৮ লাখ মে. টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বি.বি.এস) চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চালের আকারে আউশ ২২.৮৯ লাখ মে. টন এবং আমন ১৩৪.৮৩ লাখ মে. টন উৎপাদিত হয়েছে। বোরো ও গমের উৎপাদন প্রাক্কলন অদ্যাবধি চূড়ান্ত করা হয়নি, তবে আশা করা যাচ্ছে যে, বোরো চাল ও গমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। সে হিসেবে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট চালের উৎপাদন হবে ৩৪৭.৭২ লাখ মে. টন এবং গম ১৩.৯৫ লাখ মে. টন।

সারণী-৩.১ ঃ অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন

চাল/গম	২০১৫-১৬		২০১৪-১৫	
	বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত		বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত	
	আবাদ (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মেঃ টন)	আবাদ (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মেঃ টন)
আউশ	১০.১৮	২২.৮৯	১০.৪৫	২৩.২৮
আমন	৫৫.৯০	১৩৪.৮৩	৫৫.৩০	১৩১.৯০
বোরো	৪৮.০০	১৯০.০০	৪৮.৪০	১৯১.৯২
মোট চাল	১১৪.০৮*	৩৪৭.৭২*	১১৪.১৫	৩৪৭.১০
গম	৪.৫০*	১৩.৯৫*	৪.৩৭	১৩.৪৮
মোট চাল ও গম	১১৮.৫৮*	৩৬১.৬৭*	১১৮.৫২	৩৬০.৫৮

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বি.বি.এস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।

*২০১৫-১৬ অর্থবছরে বোরো ও গমের ক্ষেত্রে বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত উৎপাদন না পাওয়ায় ডিএই কর্তৃক ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাদ্যশস্যের সম্ভাব্য আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতি

লেখচিত্র-৩.১ঃ খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন

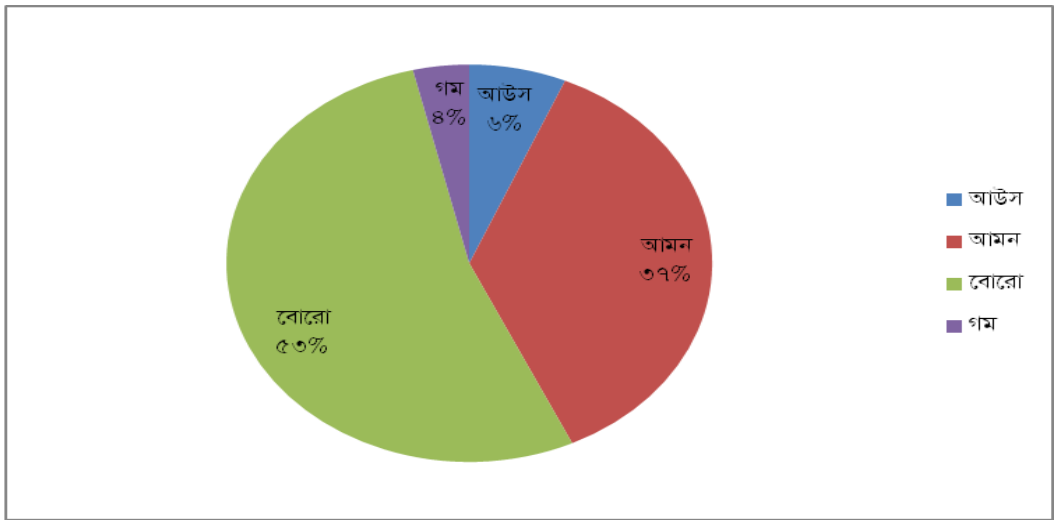

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

খাদ্য শস্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থে ৫.৪০ (চাল ০.০০ ও গম ৫.৪০) লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্য আমদানির সংশোধিত বাজেট নির্ধারিত থাকলেও শুধুমাত্র ৩.৩০ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছিল, কোন প্রকার চাল আমদানি করা হয়নি। সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সহযোগি দেশ/সংস্থাসমূহের নীতি-কৌশল পরিবর্তনের কারণে দেশে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পি.এফ.ডি.এস-এর আওতায় বিতরণকৃত ২০.৬৪ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্যের বিপরীতে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৮৮ লাখ মেঃ টন।

৩.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি

৩.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি

গত (২০১৫-১৬) অর্থবছরে (জুলাই/১৫-জুন/১৬) অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী মূল্য যথাক্রমে প্রায় ৯% ও ১১% হ্রাস পেয়েছে। জুলাই/১৫ ও পরবর্তী চার মাস মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী মূল্য স্থিতিশীল থাকার পর ডিসেম্বর/১৫ থেকে জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। একই সময়ে আটার খুচরা ও পাইকারী মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১০% ও ১২% হ্রাস পেয়েছে। সার্বিকভাবে, উল্লেখিত সময়ে মোটা চাল, গম ও আটার বাজার মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত আছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিচের সারণীদ্বয়ে দেখানো হয়েছে।

সারণী ৩.২ঃ মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

মাসের নাম	মোটা চাল (টাকা/কেজি)		গম (টাকা/কেজি)		খোলা আটা (টাকা/কেজি)	
	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী
জুলাই/১৫	২৭.১৬	২৪.৯৩	২২.৩৮	১৯.৯৩	২৬.৪৩	২৩.৮১
আগষ্ট/১৫	২৭.০৭	২৪.৭৩	২২.৮৫	২০.৪৫	২৬.৩০	২৩.৫২
সেপ্টেম্বর/১৫	২৭.১৭	২৪.৮৭	২২.১৭	১৯.৮৮	২৬.০৩	২৩.২৭
অক্টোবর/১৫	২৭.৬৬	২৫.৩১	২২.৮৮	২০.৪৮	২৬.২২	২৩.৪২
নভেম্বর/১৫	২৭.৬৩	২৫.২৯	২৩.২৫	২০.৮৮	২৬.১২	২৩.৪৫
ডিসেম্বর/১৫	২৬.৪৮	২৪.২৯	২৪.০০	২০.৭৪	২৫.৮৫	২৩.২৪
জানুয়ারি/১৬	২৬.৭৪	২৪.৬০	২৪.২৫	২১.১২	২৫.৭১	২৩.০৩
ফেব্রুয়ারি/১৬	২৬.৭৭	২৪.৫৩	২৩.৮০	২১.২২	২৩.৫৮	২২.৬৫
মার্চ/১৬	২৬.০০	২৩.৭২	২৩.০০	১৮.৮২	২৪.৬০	২১.৮৩
এপ্রিল/১৬	২৫.২৪	২২.৭৬	২১.৫০	১৭.৯৭	২৪.১৯	২১.৪৯
মে/১৬	২৪.৭৪	২২.২৩	২০.৭৫	১৮.৬৩	২৩.৮০	২১.০৬
জুন/১৬	২৫.২৯	২২.৮১	১৯.৫০	১৮.৬৩	২৩.৬৫	২০.৮৫
গড় (২০১৫-১৬)	**২৬.৫০**	**২৪.১৭**	**২২.৫৩**	**১৯.৯০**	**২৫.২১**	**২২.৬৪**

সূত্র ঃ কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর)

লেখচিত্র-৩.২: মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

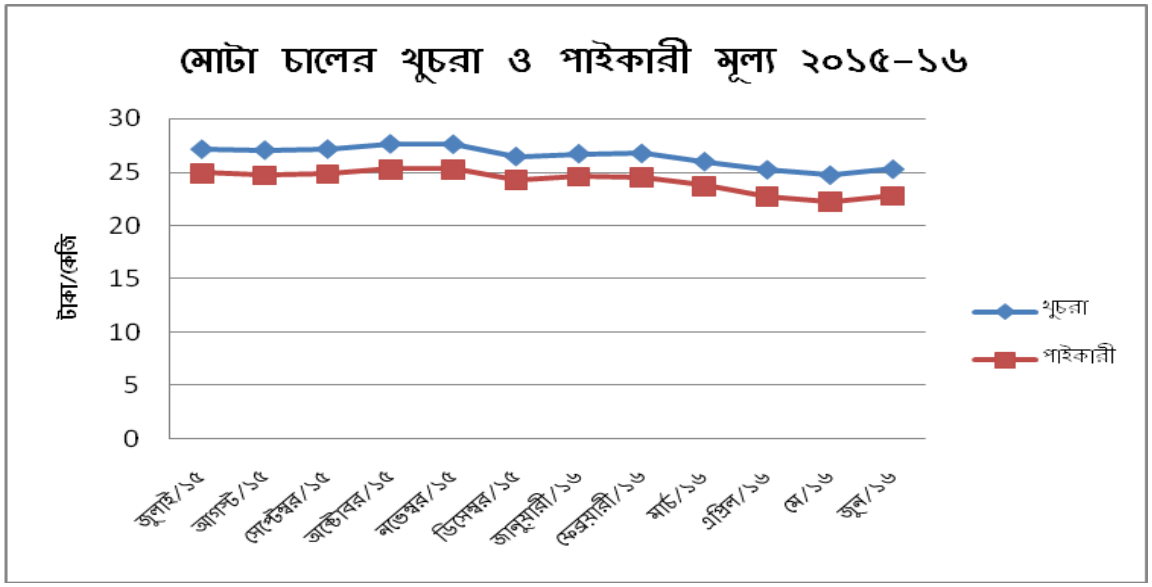

লেখচিত্র-৩.৩: আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

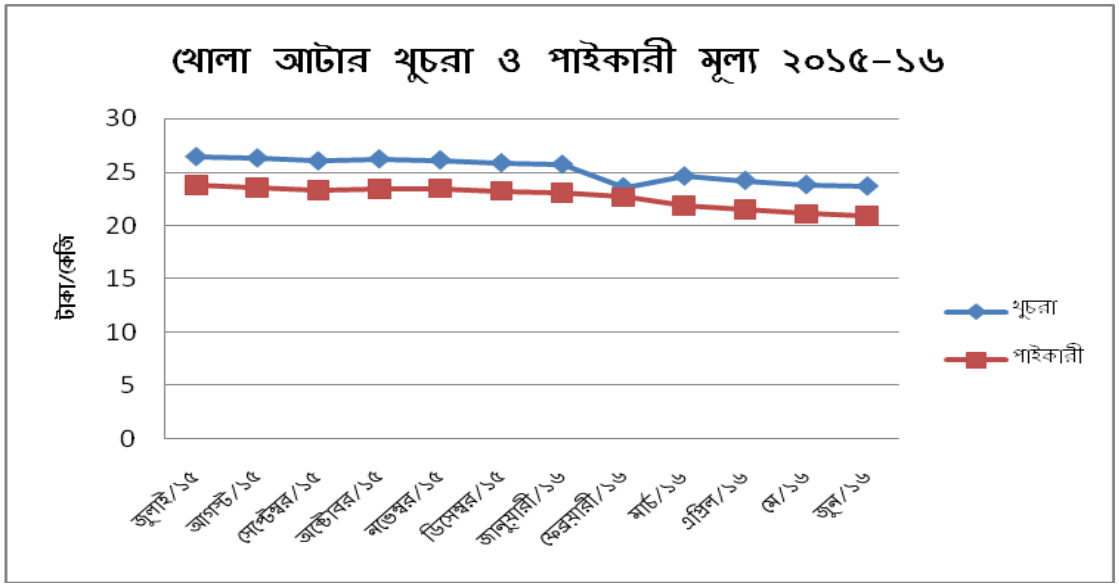

৩.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি

বিগত এক বছরে (জুলাই/১৫-জুন/১৬) আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য দেশ ও প্রকার ভেদে হ্রাস ও বৃদ্ধি উভয় প্রবণতাই লক্ষ্য করা গেছে এবং গমের রপ্তানি মূল্য উল্লেখযোগ্য হ্রাস পেয়েছে। সিদ্ধ চালের (৫% ভাঙ্গা) রপ্তানি মুল্য (এফ.ও.বি) গত জুলাই/১৫ মাসের তুলনায় জুন/১৬ মাসে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম (আতপ), ভারতে যথাক্রমে প্রায় ৯%, ৫%, ২% বৃদ্ধি এবং পাকিস্তানে প্রায় ৫% হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নরম গম, ইউক্রেনীয় ও রাশিয়ান মিলিং গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ৭%, ৫% ও ৫% হ্রাস পেয়েছে।

সারণী ৩.৩ঃ আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

মাস	চাল (টনপ্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টনপ্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক)	৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)
জুলাই/১৫	৩৯১	৩৪১	৩৭৬	৪১৩	২০৮	১৯৪	১৯৭
আগষ্ট/১৫	৩৭৬	৩৩৯	৩৭২	৪২০	১৯৫	১৮৭	১৮৭
সেপ্টেম্বর/১৫	৩৫৫	৩২৯	৩৫৭	৪২০	১৮৬	১৮৩	১৮১
অক্টোবর/১৫	৩৬০	৩৭৩	৩৪৫	৪২০	২০৭	১৯৪	১৯৪
নভেম্বর/১৫	৩৪৭	৩৬৫	৩৩৫	৩৪০	২০১	১৯৯	১৯৭
ডিসেম্বর/১৫	৩৪৬	৩৬৬	৩৫১	৩২৮	১৯১	১৯৫	১৯২
জানুয়ারি/১৬	৩৫৬	৩৫১	৩৩৩	৩৫৮	১৯২	১৮৮	১৮৪
ফেব্রুয়ারি/১৬	৩৬৭	৩৪৪	৩৩৯	৩৬০	১৮৯	১৮২	১৮১
মার্চ/১৬	৩৬২	৩৫৭	৩৪২	৩৫০	১৮৯	১৭৯	১৮০
এপ্রিল/১৬	৩৭৬	৩৬৪	৩৪৮	৩৫৫	১৯৬	১৮২	১৮৬
মে/১৬	৪১৬	৩৬৫	৩৬৪	৩৭৬	১৯০	১৮৬	১৯৩
জুন/১৬	৪১৩	৩৫৮	৩৮৪	৩৯৮	১৮৫	১৮৪	১৮৮
গড় (২০১৫-১৬)	**৩৭২.০৮**	**৩৫৪.৩৩**	**৩৫৩.৮৩**	**৩৭৮.১৭**	**১৮৪.০৮**	**১৮৭.৭৫**	**১৮৮.৩৩**

সূত্র ঃ USDA, Ag-info, Live Rice Index and FAO.

লেখচিত্র- ৩.৪: গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

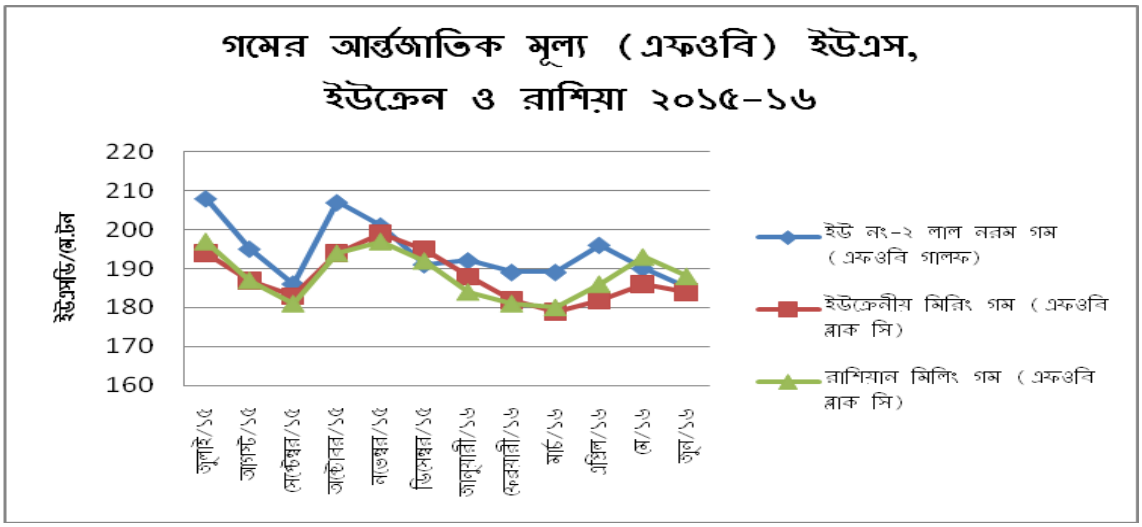

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে ধান ও গম উৎপাদনকারী দেশসমূহে অনুকূল আবহাওয়া, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি ও মূল্য সহনীয় মাত্রায় থাকায় আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি অন্যান্য বছরের তুলনায় স্বাভাবিক ছিল।

৩.২.৩ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, ভোগ ও পুষ্টি পরিস্থিতি

খাদ্য ক্রয়-ক্ষমতা

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য বা Staple food এর মূল্য স্থিতিশীল থাকায় এবং দেশের মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএস এর Household Income Expenditure Survey 2010 (HIES) এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যের হার ২০০১ সালে ৪০% থেকে ২০১০ এ ৩১.৫% এ নেমে এসেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত Millennium Development Goals এর বাংলাদেশের Progress Report-2015 অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার বর্তমানে ২৪.৮%। খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিসহ সরকারের নানা গণমুখী সময়োপযোগী এবং বাস্তব কর্মসূচির ফলে এ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৫-২০০৬ সালে যেখানে ১ দিনের মজুরী দিয়ে ৪-৫ কেজি চাল কেনা যেত সেখানে বর্তমানে ১ দিনের মজুরী দিয়ে ৮.৭৫ কেজি চাল ক্রয় করা যায়।

পুষ্টি অবস্থা- মহিলাদের দীর্ঘমেয়াদী শক্তি ঘাটতির হার

বিডিএইচএস রিপোর্ট অনুযায়ী মহিলাদের স্বল্প ওজন বা দীর্ঘমেয়াদী শক্তি ঘাটতির হার (বিএমআই <১৮.৫) ২০০৪ সনে ৩৪% ছিল যা হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সনে হয়েছে ১৯% হয়েছে। এ হ্রাসমান হার মহিলাদের পুষ্টিগত মানের উন্নতির লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে ওজনাধিক্যের হার (বিএমআই > ২৩.০) ২০০৪ সনে ১৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সনে ৩৯%হয়েছে। টেবিল- ৩.৪ মহিলাদের পুষ্টিগত অবস্থা

সারণী ৩.৪ঃ মহিলাদের স্বল্প ওজন বা দীর্ঘমেয়াদী শক্তির হার

সন	মহিলাদের স্বল্প ওজন বা দীর্ঘমেয়াদী শক্তি ঘাটতির হার (বিএমআই<১৮.৫)	মহিলাদের ওজনাধিক্যের হার (বিএমআই>২৩.০)
২০০৪	৩৪	১৭
২০০৭	৩০	২১
২০১১	২৪	২৯
২০১৪	১৯	৩৯

সূত্রঃ বিডিএইচএস- ২০১৪

৪.০ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৪.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বান্ধব নীতি ও কর্মসূচি, কৃষি গবেষকদের টেকসই ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন, কৃষি উপাদানের সহজ লভ্যতা, বাজার অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রয় চার গুণ বেড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষে অবস্থানকারী কয়েকটি দেশের মধ্যে চতুর্থ। সময়ের সাথে পুষ্টির চাহিদা ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। সরকার কর্তৃক কৃষি বহুমুখীকরণ নীতি গ্রহণ করায় চাল উৎপাদনের সাথে সাথে অন্যান্য খাদ্যশস্যর উৎপাদন পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ফলে খাদ্য সরবরাহের আধিক্য ভোক্তাপর্যায়ে সহজ লভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন মৌসুমভিত্তিক হওয়ায় সকল কৃষক যখন একই সময়ে একই ধরনের ফসল ঘরে তোলে তখন বাজারে সরবরাহ বেশি হওয়ার কারণে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর নিম্নগামী হয়ে যায়। বিশেষ করে ধান কাটার মৌসুমে এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

মৌসুম ভিত্তিক ধান/চালের মূল্য স্তরের অস্বাভাবিক হ্রাস একটি অন্যতম সমস্যা, যা কৃষি উৎপাদনে বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার খাদ্য সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৬ জন মন্ত্রী ও ১০ জন সচিবের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি ফসল কাটার মৌসুমে ফসল ঘরে তোলার পূর্বেই সভা করে খাদ্যশস্যের (মৌসুমভিত্তিক ধান/চাল ও গম) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ মূল্য, পরিমাণ এবং সময়সীমা ঘোষণা করে থাকে, যাতে ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকগণ ন্যায্যমূল্যে তাদের খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে পারেন। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযানের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের মূল্য গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযানের ফলে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর অস্বাভাবিক হ্রাস পাওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং কৃষকদের লোকসানের ঝুঁকি দূর হয়। বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষকগণ উপকৃত হন। ফলে কৃষি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও সরবরাহে টেকসইয়তা অর্জনের কারণে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন ছাড়াও বিদেশে চাল রপ্তানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নীতি এবং জনসচেতনতার কারণে দেশের মানুষের খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্রতা আসায় খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগ অভ্যন্তরীণভাবে গম সংগ্রহের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ গম উৎপাদন ঘাটতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ গম আমদানি করে থাকে।

৪.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির (এফপিএমসি'র) সভায় প্রতি কেজি সিদ্ধচালের মূল্য ৩১.০০ টাকা নির্ধারণপূর্বক ২.০০ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত সংগ্রহ মেয়াদ ১৫ মার্চ, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ২.০০ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল সংগৃহিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০%।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে এফপিএমসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কেজি ২৮ টাকা মূল্যে নির্ধারিত সময়সীমা ২০ জুন, ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ২.০০ লাখ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১.৯৮ লাখ মেট্রিক টন গম অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৯%।

এছাড়া ২০১৫ সালের বোরো ধান/চাল সংগ্রহ মৌসুমে প্রতি কেজি ধান ২২.০০ টাকা, প্রতি কেজি সিদ্ধ চাল ৩২.০০ টাকা এবং প্রতি কেজি আতপ চাল ৩১.০০ টাকা হিসাবে চালের আকারে প্রায় ১০.৭০ লাখ মেট্রিক টন বোরো সংগৃহিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৭%। গত ২৪/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে এফপিএমসি'র সভায় ২০১৬ সালের বোরো সংগ্রহ মৌসুমে (০৫/০৫/২০১৬ থেকে ৩১/০৮/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত) প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৩.০০ টাকা হিসাবে ৭ লাখ মেট্রিক টন ধান সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে এবং প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩২.০০ টাকা হিসাবে (প্রতি কেজি আতপ চাল ৩১.০০ টাকা) ৭.৫০ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল এবং ১.০০ লাখ মেট্রিক টন আতপ চাল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ৩০ জুন, ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩.৮৬ লাখ মে.টন ধান কৃষকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব অর্থে ৫.৪০ লাখ মেট্রিক টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শুধুমাত্র ৩.৩০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানি করা হয়েছে, কোন চাল আমদানি করা হয়নি। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে চাল আমদানির কোন সংস্থান রাখা হয়নি।

৪.১.৩ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন এখনও চাহিদার নিচে রয়েছে। বর্তমানে দেশে যে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় তার মধ্যে অধিকাংশই গম। সরকারি পর্যায়ে আমদানি করতে যে সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় তাতে আমদানি কার্যক্রম বেশ বিলম্বিত হয়। সরকারি পর্যায়ে দরপত্রের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য যে সব সরবরাহকারী সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, তাদের অনেকেই দাম বেড়ে গেলে চুক্তি অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অপরদিকে অনেক রপ্তানিকারক দেশ অস্থিতিশীল মূল্য পরিস্থিতিতে রপ্তানি কার্যক্রম সীমিত করে ফেলে বা বন্ধ করে দেয়। এধরণের পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা তৈরি হয়। এরূপ বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে ও দ্রুততম সময়ে গম ও চাল আমদানি করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকার সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করেছে। গম আমদানির জন্য ইউক্রেন ও রাশিয়া এবং চাল আমদানির জন্য ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশ সরকারের MOU রয়েছে।

৪.১.৪ বেসরকারি আমদানি

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৪২.০৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, যার মধ্যে ২.৫৬ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৩৯.৫০ লাখ মেট্রিক টন গম।

সারনী-৪.১ ঃ চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র

আমদানির পর্যায়	২০১৫-১৬ (লাখ মেট্রিক টন)		২০১৪-১৫ (লাখ মেট্রিক টন)	
	চাল	গম	চাল	গম
সরকারি আমদানি	--	৩.৩০	--	৩.৯০
বেসরকারি আমদানি	২.৫৬	৩৯.৫০	১৪.৯০	৩৮.৪০
সর্বমোট আমদানি	২.৫৬	৪২.৮০	১৪.৯০	৪২.৩০

উৎস: খাদ্য অধিদপ্তর।

৪.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ

৪.২.১ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ সরকারের গণমুখী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২.১৬ লাখ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আর্থিক খাতে ৯.৫৫ লাখ মেট্রিক টন এবং অনার্থিক খাতে ১২.৬১ লাখ মেট্রিক টন। উক্ত বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত মোট বিতরণের পরিমাণ ২০.৬৪ লাখ মেট্রিক টন; যার মধ্যে আর্থিক খাতে (ইপি, ওপি, স্কুল ফিডিং, এলই, ওএমএস) বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮.৬৩ লাখ মে. টন ও অনার্থিক খাতে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর, পার্বত্য বিষয়ক) বিতরণের পরিমাণ ছিল ১২.০১ লাখ মে. টন। নিম্নে সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও বিতরণ সারণী ও লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হ'ল।

সারনী-৪.২ঃ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্য বাজেট ও বিতরণ

পিএফডিএস খাতসমূহ		২০১৫-১৬					
		বাজেট			বিতরণ		
		চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
আর্থিক খাত	ইপি	১৮০০০০	১১৫০০০	২৯৫০০০	১৭৯৫৯৯	১১৯২৭৫	২৯৮৮৭৪
	ওপি	২০০০০	৮০০০	২৮০০০	১৪৯০২	৩৬৩৫	১৮৫৩৭
	**স্কুল ফিডিং	০	১০৫০০	১০৫০০	০	১৪১৯৬	১৪১৯৬
	এলই	১১০০০	১১০০০	২২০০০	৭৫৫৮	৮৪২৬	১৫৯৮৪
	ওএমএস/ সুলভমূল্য কার্ড	৩০০০০০	২৯৯৫০০	৫৯৯৫০০	২৪৯৫৭৯	২৬৫৮৩২	৫১৫৪১১
	উপ-মোট ঃ	৫১১০০০	**৪৪৪০০০**	৯৫৫০০০	৪৫১৬৩৮	৪১১৩৬৪	৮৬৩০০২
অনার্থিক খাত	কাবিখা	১৮৬০০০	৫০০০০	২৩৬০০০	১৮২৫২১	৪২৪০৯	২২৪৯৩০
	টিআর	১৫০০০০	৫০০০০	২০০০০০	১৪৯৭১৭	৪৭৮৩০	১৯৭৫৪৭
	ভিজিএফ	৪০০০০০	০	৪০০০০০	৩৪৯১০৭	১৭১৪	৩৫০৮২১
	ভিজিডি	২৭০০০০	০	২৭০০০০	২৬৭৫৫৪	০	২৬৭৫৫৪
	জিআর	৮০০০০	০	৮০০০০	৬৬৩১৪	১০৫৪৬	৭৬৮৬০
	পার্বত্য বিষয়ক	৪৫০০০	৩০০০০	৭৫০০০	৪৫৩০৬	৩৭৭২৩	৮৩০২৯
	উপ-মোট ঃ	১১৩১০০০	**১৩০০০০**	১২৬১০০০	১০৬০৫১৯	১৪০২২২	১২০০৭৪১
সর্বমোটঃ		১৬৪২০০০	৫৭৪০০০	২২১৬০০০	১৫১২১৫৭	৫৫১৫৮৬	২০৬৩৭৪৩

**স্কুল ফিডিং খাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অবিতরণকৃত ৮,২৭৮ মে.টন গম ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণের অন্তর্ভূক্ত।

আলোকচিত্র-৪.১ঃ ওএমএস বিক্রয় কার্যক্রমে ক্রেতাগনের লাইন

লেখচিত্র-৪.১: ২০১৫-১৬ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ

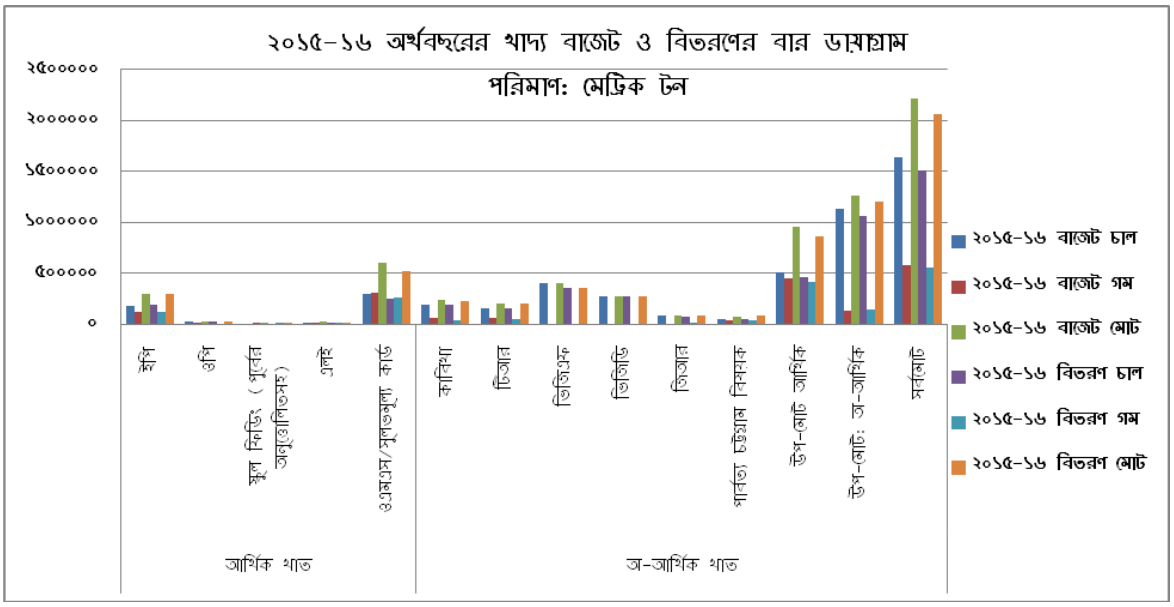

৪.৩ খাদ্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুদ ব্যবস্থাপনা

সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ও অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য মজুদ ও চাহিদা অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একটি বিশাল কার্যক্রম এবং দেশের পরিবহণ অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। সরকারি খাদ্যশস্য মজুদের জন্য দেশে ৬৩৪ টি এলএসডি, ১৩টি সিএসডি ও ৫টি সাইলো রয়েছে। এ সব সংরক্ষণাগারের কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ মেঃ টন।

আলোকচিত্র-৪.২ঃ চট্টগ্রাম সাইলোতে Lighter Vessel হতে গম খালাসের দৃশ্য

৪.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহণ ঃ

খাদ্যশস্য আন্তঃবিভাগীয় পরিবহণের জন্য সড়কপথে CRTC, নৌপথে PMC/ DBCC এবং রেল পথে রেলওয়ে পরিবহণ ঠিকাদার; বিভাগের মধ্যে পরিবহণের জন্য সড়কপথে DRTC, নৌপথে PMC/DBCC এবং রেলপথে রেলওয়ে পরিবহণ ঠিকাদার এবং জেলার অভ্যন্তরে পরিবহণের জন্য সড়কপথে IRTC ও নৌপথে IBCC ঠিকাদার নিযুক্ত আছে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসব ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথে সরকারি খাদ্যশস্য পরিবহণের নিমিত্ত বর্তমানে নিম্নোক্ত সংখ্যক ঠিকাদার নিয়োগ প্রদান এবং কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ ও হার সারণী-১ ও ২ এ প্রদর্শন করা হলোঃ

সারণী-৪.৩ঃ পরিবহণ ঠিকাদারের বিবরণ

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	সিআরটিসি	৬৩৪
	প্রাইভেট মেজর ক্যারিয়ার	৩৩
	রেল	৪
বিভাগীয়	ডিআরটিসি	৯৬৯
	ডিবিসিসি	১৪১
জেলা	আই আর টি সি	জেলার প্রয়োজনমত
	আই বি সি সি	জেলার প্রয়োজনমত

সূত্র ঃ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

সারণী-৪.৪ঃ খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ

পন্য	রেল	সড়ক	নৌ	মোট
চাল	৬৩৬৬১	৩৩৫৪১০	১২২৫৩১	৫২১৬০২
গম	৪৮৭২৭	২১১১১৫	১৮৪১৮৬	৪৪৪০২৮
মোট	**১,১২,৩৮৮**	**৫,৪৬,৫২৫**	**৩,০৬,৭১৭**	**৯,৬৫,৬৩০**
পরিবহনের শতকরা হার	**১১.৬৪**	**৫৬.৬০**	**৩১.৭৬**	**১০০**

সূত্র ঃ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

২০১৫-২০১৬ সনে খাদ্যশস্য হ্যান্ডলিং ও পরিবহণে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং পরিবহণ বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৪.৩.২ খাদ্যশস্য মজুদ

০১ জুলাই ২০১৫ সালে খাদ্য গুদামসমূহে মজুদ পরিমান ছিল ১২,১৬,২৫৪ মেঃ টন। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ১জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে খাদ্য গুদামসমূহে খাদ্যশস্য (চাউল এবং গম) মজুদের পরিমাণ নিচের সারণীতে দেখানো হলো ঃ

সারণী-৪.৫ঃ মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুদ (২০১৫-১৬)

মাস	চাল (মেঃটন)	গম (মেঃটন)	মোট (মেঃটন)
১	২	৩	৪
জুলাই/২০১৫	৯,৬২,৭৩১	২,৫৩,৫২৩	১২,১৬,২৫৪
আগষ্ট/২০১৫	১১,১৮,২৩২	২,৮৭,১৩৫	১৪,০৫,৩৬৭
সেপ্টেম্বর/২০১৫	১২,৪৭,৭৪৮	৩,০৯,৩১২	১৫,৫৭,০৬০
অক্টোবর/২০১৫	১২,৫৫,০৪৭	৩,৩২,৭৮৭	১৫,৮৭,৮৩৪
নভেম্বর/২০১৫	১২,৪৪,৮৮৬	৩,৪০,৪১৫	১৫,৮৫,৩০১
ডিসেম্বর/২০১৫	১১,৮৫,৩৪৬	৩,৮২,৯৫৩	১৫,৬৮,২৯৯
জানুয়ারি/২০১৬	১১,১২,৮১১	৩,৬০,২৮০	১৪,৭৩,০৯১
ফেব্রুয়ারি/২০১৬	১১,৩২,৮৫৪	৩,৪৭,২৩৩	১৪,৮০,০৮৭
মার্চ/২০১৬	১০,৬২,৬০৯	৩,৮২,১৬৪	১৪,৪৪,৭৭৩
এপ্রিল/২০১৬	৮,৮৩,১২৬	৩,২৫,৮৫১	১২,০৮,৯৭৭
মে/২০১৬	৬,৮৭,৭৫৩	২,৮৮,৫৩৩	৯,৭৬,২৮৭
জুন/২০১৬	৫,৭০,৪৫৬	৩,৬৮,৫৬৭	৯,৩৯,০২৩

সূত্রঃ এমআইএসএ্যান্ডএম, খাদ্য অধিদপ্তর।

৪.৩.৩ গুদাম ভাড়া প্রদান

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ভাড়া দেয়া গুদামের তালিকাঃ

সারণী-৪.৬ঃ গুদাম ভাড়া বাবদ আয় (২০১৫-১৬)

ক্র নং	সংস্থার নাম	গুদাম সংখ্যা	গুদামের ধারন ক্ষমতা	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রাপ্ত মাসিক ভাড়ার পরিমান	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রাপ্ত মোট ভাড়ার পরিমান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	সেভ দ্যা চিলড্রেন	১ টি	১০০০ মেঃটন	৬৩৮৭৪.০৮	৪৭২৬৬৮.২০	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭ সংস্থাকে ১৪৫০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৯ টি গুদাম ভাড়া দেয়া। এতে বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ ৬৯,৩০,৭৪২.২৮ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।
২	মুসলিম এইড	১ টি	৫০০ মেঃটন	১৭০৩৬.১৩	২০৪৪৩৩.৫৪	
৩	কেয়ার	৩ টি	২০০০ মেঃটন	১৫০৩৬০.৪১	৫১০৯৩৩.৬৪	
৪	বিএটিবি	২ টি	২০০০ মেঃটন	৬৬৫৫৫.০০	৬৬৫৫৫.০০	
৫	ডব্লিউএফপি(WFP)	৪ টি	৪০০০ মেঃটন	২৫৮৭৮৮.৯৮	৩২৬০৬৪৫.২২	
৬	টিসিবি	৭ টি	৪০০০ মেঃটন	২০৮৩৮৪.০৫	২৩৭০২৫২.৬৮	
৭	ACDI/VOCA	১ টি	১০০০ মেঃটন	৪৫২৫৪.০০	৪৫২৫৪.০০	
মোট = ৭ টি সংস্থা		১৯ টি	১৪৫০০ মেঃটন	৮১০২৫২.৬৫	৬৯৩০৭৪২.২৮	

৪.৩.৪ যন্ত্রাংশ ক্রয়

চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও সান্তাহার সাইলোতে খালাস কাজে সহায়ক যন্ত্রাংশ হিসেবে ১,০৩,০৫,৮১০/- (এক কোটি তিন লক্ষ পাঁচ হাজার আটশত দশ) টাকা ব্যয়ে ৬ (ছয়) প্রকার রাবার কনভেয়ার বেল্ট ও বাকেট এলিভেটর বেল্ট (মোট ২,২৭৭.৮০ মিটার) ক্রয়ের নিমিত্ত Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়েছে। এছাড়া বৃহৎ সংরক্ষণাগার হিসেবে দেশের ৪ টি সাইলোতে প্রতি বছর খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তার মুখ সেলাই করার জন্য সেলাই সূতা ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ ও সান্তাহার সাইলোতে ব্যবহারের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২১,০০০ কেজি সেলাই সূতা ক্রয় করা হয়েছে।

৪.৩.৫ বস্তা ক্রয়

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর ২২/০১/১৪ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বস্তা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিজেএমসি হতে ৫০% ও বেসরকারি উৎস হতে ৫০% হারে পাটের বস্তা ক্রয়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী সংগ্রহ বিভাগ হতে সরকারিভাব বস্তা ক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির আওতায় বিজেএমসির নিকট থেকে ৫০% হারে এবং উন্মুক্ত দরপত্রের আওতায় ৫০% হারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বস্তা ক্রয় করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিজেএমসি ও বেসরকারী উৎসে সর্বমোট ৪,৭২,৬৪,৫০০ পিস বস্তা ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত বস্তার পরিশোধিত মূল্য ৩০৪,৪০,০৯,১০৭ টাকা।

৪.৪ পরিদর্শন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম

৪.৪.১ পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে গুদামে সংরক্ষিত খাদ্য শস্য পরিদর্শন ও কীট নিয়ন্ত্রন, আমদানীকৃত খাদ্য শস্যের গুনগত মান পরীক্ষাকরণ ও কারিগরী সহায়তা অন্যতম। এসব কার্যক্রমের ফলে খাদ্য শস্যের গুনগত মান নিয়ন্ত্রনসহ সংরক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। সরকার কর্তৃক অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের আওতায় সংগৃহীত খাদ্য শস্যের মান নিয়ন্ত্রনের জন্য সঠিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে, মান সম্মত খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিলি বিতরণ সম্ভব হয়েছে। দেশের খাদ্য গুদামে মজুদ বিপুল খাদ্য শস্যের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিদর্শন কার্যক্রম এবং গুনগত মান পরীক্ষা করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে খাদ্য বিভাগের খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষার পাশাপাশি নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে সরকারী অন্যান্য সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আগ্রহী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের খাদ্য দ্রব্যের মান যাচাই/পরীক্ষার কাজ করা হয়। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারে ধান, চাল, গম , ডাল, তৈল প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রীর ভৌত ও রাসায়নিক বিশেষণের কাজ করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে জুন/২০১৬ পর্যন্ত মোট ৫১৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। জুলাই/২০১৬ হতে ১৫/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগারে ২৪টি এবং আঞ্চলিক খাদ্য পরীক্ষাগার সমূহে ১৪৭টি সহ সর্বমোট ১৭১টি খাদ্য শস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে মানসম্মত চাল ও গম আমদানী এবং মজুদ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

৪.৪.২ কাঠের ডানেজ ক্রয়

খাদ্য গুদামে মজুদকৃত খাদ্য শস্যের গুনগত মান অক্ষুন্ন রাখা ও সঠিক পদ্ধতিতে সুবিন্যস্তভাবে খামালজাত করণের জন্য ডানেজের ব্যবহার অপরিহার্য। দীর্ঘদিন কোন ডানেজ ক্রয় না করায় পুরাতন ডানেজ ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। যা খাদ্য শস্যের গুনগত মান বজায় রাখার আন্তরায় হয়েছিল। এ অবস্থা হতে উত্তোরণের লক্ষে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে সরকারী প্রতিষ্ঠান বিএফআইডিসি হতে গত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৪.৪৩ কোটি টাকায় মোট ৪,৯৮৯ পিস গর্জন কাঠের ডানেজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪.৪.৩ নতুন নির্মাণ ও মেরামত কাজ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মান ও মেরামতের কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৬২ টি স্থাপনার মেরামত কাজ এবং ১৪ টি স্থাপনার নতুন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে, যা বর্তমানে চলামান আছে।

৫.০ উন্নয়ন

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণকালে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৪.০০ লক্ষ মে.টন। সরকার দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ধারণক্ষমতা ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে সরকারি পর্যায়ে আধুনিক মানের খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ফলে ২০১৬ সালে দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২০.৪০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে আরও ৭.১৫ লক্ষ মে. টন ধারণক্ষতার আধুনিক খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

৫.১ মংলা বন্দরে ৫০ হাজার মে. টন ধারণক্ষমতার কনক্রিট গ্রেইন সাইলো নির্মাণ

দেশের কৌশলগত স্থানে খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ এবং মংলা বন্দরের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উৎস হতে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য খালাসের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলার জয়মনিরগোল নামক স্থানে ৫৮০.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো নির্মাণ জুন ২০১৬ এ সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে সাইলোর অপারেশন কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে।

আলোকচিত-৫.১ঃ মংলায় নবনির্মিত ৫০ হাজার মেঃ টন ধারনক্ষমতার কনক্রিট গ্রেইণ সাইলো

৫.২ সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৫,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন Multistoried Warehouse নির্মাণ

বগুড়া জেলাধীন সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৪২.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন Multistoried Warehouse নির্মাণ করা হয়। জাপানি অনুদানের সহায়তায় এটি নির্মিত হয়। এতে ৩৬০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্লান্ট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে ওয়্যারহাউজের অপারেশন কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে। অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯০%।

আলোকচিত্র-৫.২ঃ সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে নবনির্মিত ২৫ হাজার মেঃ টন ধারনক্ষমতাসম্পন্ন বহুতল খাদ্য গুদাম

সাইলোর ছাদে সোলার প্ল্যান্ট এর প্যানেল দেখা যাচ্ছে

৫.৩ সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ

বর্তমান সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। ৩৬৮.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২৪,০০০ মে. টন ধারনক্ষমতার ৩৬ টি (৫০০ মেঃ টন এর ২৪টি এবং ১,০০০ মেঃ টন এর ১২ টি) গুদাম নির্মাণ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট খাদ্য গুদামসমূহের নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০%।

৫.৪ Modern Food Storage Facilities Project

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে (চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং মহেশ্বরপাশা) মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড্রইং ও ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে। ৫ লক্ষ Household Silo ক্রয়ে নির্বাচিত দরদাতা প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক সাইলো বিতরণের জন্য Service Provider নিয়োগের লক্ষ্যে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯ টি জেলার ৬৩ টি উপজেলায় এ সকল পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৯১৯.৯৬ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৭%।

৫.৫ Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food

প্রকল্পটি USAID এর অর্থায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক ৩৪.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০১৪ হতে আগস্ট ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় প্রণীত নিম্নে বর্ণিত ৩টি খসড়া প্রবিধানমালার ওপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামতের আলোকে চূড়ান্ত করে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছেঃ

- নিরাপদ খাদ্য (বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ ও নমুনা গ্রহণ) প্রবিধানমালা ২০১৬;
- নিরাপদ খাদ্য (দূষক, টক্সিন ও অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা ২০১৬; এবং
- নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যে সংযোজন দ্রব্য) প্রবিধানমালা ২০১৬।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কারিগরি কমিটির গঠন কাঠামো ও দায়-দায়িত্ব) বিধিমালা, ২০১৬ এর খসড়া'র ওপর স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, নিম্নে বর্ণিত ২টি প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

- নিরাপদ খাদ্য (হাইজিন ও স্যানিটেশন) প্রবিধানমালা, ২০১৬;
- নিরাপদ খাদ্য (লেবেলিং এন্ড ক্লেইম) প্রবিধানমালা, ২০১৬।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৫ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করেছে। এছাড়া, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম (Awareness Program) চলমান রয়েছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪৫%।

৬.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

৬.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়

৬.১.১ নিয়োগ ও পদোন্নতি

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনকে গতিশীল রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশাসন শাখা সর্বদা কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক গতিশীলতা নির্বিঘ্ন রাখার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদিত জনবল নিয়োগের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের ১০ম গ্রেডে ২ জন, ১৩তম গ্রেডে ৪ জন, ১৬ তম গ্রেডে ১ জন ও ২০তম গ্রেডে ৯ জনসহ সর্বমোট ১৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ১ জন কর্মকর্তাকে ৭ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

৬.১.২ প্রশিক্ষণ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে বিভিন্ন কোর্স যথা- কম্পিউটার লিটারেসি, ই-ফাইলিং, এমডিজি, তথ্য অধিকার আইন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য সংস্থান, নথি ব্যবস্থাপনা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কোর্সে মন্ত্রণালয়ের ৯৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে ৬৪৯২ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে এ মন্ত্রণালয়ের ৩১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

প্রতিবেদনাধীন সময়ে মন্ত্রণালয় ও এর অধিনস্থ দপ্তর ও সংস্থার সর্বমোট ৫৭ জন কর্মকর্তা সুইজারল্যান্ড, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চীন, ইটালি, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, জার্মান, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র, ইউএই, স্পেন, পর্তুগাল ও ইন্দোনেশিয়ায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/সভা, ওয়ার্কসপ, ভিজিট প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

৬.২ খাদ্য অধিদপ্তর

৬.২.১ নিয়োগ

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ১৩,৬৭২টি পদের মঞ্জুরী রয়েছে। ১ম শ্রেণীর ক্যাডার পদসমূহ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণীর ক্যাডার পদে ৩৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৫ জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য পরিদর্শক ও সমমানের ফিডার পদ হতে পদোন্নতির মাধ্যমে ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার অর্থাৎ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সমমানের পদে ১৩৭ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিয়োগবিধিমালা সংশোধন প্রক্রিয়াধীন বিধায় খাদ্য অধিদপ্তরে উক্ত সময়ে আর কোন নিয়োগ হয়নি।

৬.২.২ প্রশিক্ষণ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠাকাল হতে ১ম শ্রেণীর বিসিএস (খাদ্য) কর্মকর্তাগণের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। এছাড়া খাদ্য বিভাগের ১ম শ্রেণীসহ ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরির নব-নিযুক্ত, পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য বিভিন্ন কোর্সে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পাশাপাশি নিয়মিত কর্মচারীগণের বিভিন্ন প্রকার জব-freshment কোর্সেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অর্থবছরের শুরুতে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন একটি রুটিন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ টি ব্যাচে ১ম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের জন্য তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা, রিপোর্ট লিখন পদ্ধতি ও অত্যাবশকীয় আইন বিষয় প্রশিক্ষণ এবং ২ টি ব্যাচে 'সহকারি উপ খাদ্য পরিদর্শকদের' বিভাগীয় প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে মোট ৩ টি ব্যাচে সর্বমোট ৯১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত ও দক্ষ কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগের পাশাপাশি কিছু কিছু অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ/সেক্টর হতে সংশ্লিষ্ট বিশেষ অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গকেও আমন্ত্রণ করে প্রশিক্ষণের মানকে উন্নত করার উদ্যোগও অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.০ বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নীরিক্ষা কার্যক্রম

৭.১ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীত প্রকৃত অর্জন, মনিটরিংসহ সামগ্রিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটরিং, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা ও সময়মত বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ইতোমধ্যে একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ও নিরীক্ষা নামে একটি স্বতন্ত্র অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক বাজেট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।

৭.১.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেটের ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ সারণী-১০ এ দেয়া হলো।

সারণী-৭.১ঃ ব্যয় বাজেট (২০১৫-১৬)

(হাজার টাকায়)

খাতসমূহ প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১৫-১৬		
	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
ক) সচিবালয়	১০৪৩,০৯,৫৮	১১৭৮,৯৮,৪১	৯৮৮,১৩,৫৯
খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	৪,৩৫,৩৬	১০,০০,০০	৮,৬৬,২২
মোট - অনুন্নয়ন	১০৪৭,৪৪,৯৪	১১৮৮,৯৮,৪১	৯৯৬,৭৯,৮১
উন্নয়ন	২১,৭৮,০০	১০,০০,০০	৮,৪০,০০
মোট - (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	১০৬৯২২৯৪	১১৯৮,৯৮,৪১	১০০৫,১৯,৮১
গ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা (এফএমএ)	৩,০০	৩,০০	২,৫৭
মোট সচিবালয়	১০৬৯,২৫,৯৪	১১৯৯,০১,৪১	১০০৫,২২,৩৮
ঘ) খাদ্য অধিদপ্তর			
প্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য বরাদ্দ	২৯১,৭১,৩৪	৩৬০,৯৪,৫৬	৩০৮,০১,৫৯
খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরন	৯২৫৪,৬০,০০	৭৩৮২,১২,৯৭	৫৩৬৩,৯৩,৩১
মোট - অনুন্নয়ন	৯৫৪৬,৩১,৫৪	৭৭৪৩,০৭,৫৩	৫৬৭১,৯৪,৯০
উন্নয়ন	৬০৩,১১,০০	৩০১,৯৭,০০	২৬১,৫৫,৮৬
মোট - (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	১০১৪৯,৪২,৩৪	৮০৪৫,০৪,৫৩	৫৯৩৩,৫০৭৬
মোট - খাদ্য মন্ত্রণালয়	১১২১৮,৬৮,২৮	৯২৪৪,০৫,৯৪	৬৯৩৮,৭৩,১৪

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেটের প্রাপ্তির সার-সংক্ষেপ সারণী-১১ এ দেয়া হলো।

সারণী-৭.২ঃ প্রাপ্তি বাজেট (২০১৫-১৬)

(হাজার টাকায়)

অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট	প্রাপ্তি বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত প্রাপ্তির বাজেট ২০১৫-১৬	প্রকৃত প্রাপ্তি ২০১৫-১৬
১	২	৩	৪
সচিবালয়	৯,৬২,১৪	৩,৮৯,৮৪	২,৫৭,৯৩
খাদ্য অধিদপ্তর	১০,৯৫,১২	১৩,৮৮,৮০	১৪,৭০,৬৮
সর্বমোট খাদ্য মন্ত্রণালয়	২০,৫৭,২৬	১৭,৭৮,৬৪	১৭,২৮,৬১

৭.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রতি অর্থ বছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০১৫-১৬) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র হতে খাদ্যশষ্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় উক্ত খাদ্যশস্য বিতরণ করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরনের ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপ:-

সারণী-৭.৩ঃ খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন, ২০১৫-১৬

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
সংগ্রহ	পরিমাণ (লক্ষ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লক্ষ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)
বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানি	১.১০ (গম-১.০০, চাল-০.১০)	৩৫৯.৯৮	১.৩৩ (গম-১.৩১, চাল-০.০২)	৪০৬.২২
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানি	৮.০২ (গম-৮.০০, চাল-০.০২)	২৩৯৪.৪০	৩.৪০ (গম-৩.৩৮, চাল-০.০২)	৯০৩.৯৫
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	১৬.৫০ (গম-১.৫০, চাল- ১৫.০০)	৪৫৬৩.০০	১৪.০৫ (গম-১.৩১, চাল-১২.৭৪)	৩৯৭৬.৩৭
পরিচালন ব্যয়	০	৬১০.০০	০	৫৩৯.৩৫
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	০	২১১.৩০	০	২০০.৬৯
মোট	২৫.৬২ (গম-১০.৫০, চাল-১৫.১২)	৮১৩৮.৬৮	১৮.৭৮ (গম-৬.০০, চাল-১২.৭৮)	৫৮৪৬.৫৮
বিতরণ				
মোট নগদ বিক্রয় (চাল)	৪.৩৫	৬৪২.০০	২.৩১	২১২.১৯
মোট নগদ বিক্রয় (গম)	৪.৫০	৫৭৭.০০	৪.১১	৬০৫.৬৯
কাবিখা (চাল)	৩.০২	৯৮০.০৯	৩.৬৫	১২৩২.৩৯
কাবিখা (গম)	১.০৮	৩৩৭.৬২	০.১৮	৫০.০৪
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (চাল)	৮.৮৫	২৮৭২.১৩	৮.৯১	২৯৩০.৫৬
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (গম)	৩.০৩	৯৪৭.২০	১.৭১	৩৪৭.৩১
ভর্তুকী	০	১৫৯৯.৩০	০	১১৭১.০৮
মোট	২৪.৮৩	৭৯৫৫.৩৪	২০.৮৭	৬৫৪৯.২৬

৭.১.৩ বাজেট সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলি

- ✓ মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (MBF) হালনাগাদ করা হয়েছে ;
- ✓ জেন্ডার বাজেট রিপোর্ট ২০১৫-১৬ প্রণয়ন করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে ;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১৫-১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে ;
- ✓ বাজেট পরিপত্র-১ ও বাজেট পরিপত্র-২ অনুযায়ী প্রাক্কলিত বাজেট ও সংশোধিত বাজেট চুড়ান্ত করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (MBF) হালনাগাদকরণ, বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মোট ৭ টি BMC সভা হয়েছে অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বরাদ্দ ও কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগের প্রেরণ করা হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কর ব্যতীত রাজস্ব প্রাপ্তির ৪ টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ✓ মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ✓ মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.১.৪ হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলি

- ✓ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি, আয়ন ও ব্যয়ন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ✓ সকল প্রকার বিল প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও সংকলন, ক্যাশ বহিসহ অন্যান্য রেজিষ্টার লিখন প্রত্যয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের চাকুরী বহি লিখন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের ছুটির হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- ✓ বেসামরিক অডিট/স্থানীয় ও রাজস্ব অডিটসহ অন্যান্য অডিট কাজে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- ✓ গেজেটেড/নন-গেজেটেড কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও চাকুরী সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ;

৭.২ নিরীক্ষা

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা মূলতঃ খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে একজন অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বহিঃ নিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন দপ্তর যথা বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ অডিট আপত্তিসমূহের নিস্পত্তির/তদারকির কাজ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বাজেট ও অডিট এর নের্তৃত্বে (উইং প্রধান) খসড়া ও সংকলন আপত্তি সমূহ নিস্পত্তির কাজ হয়ে থাকে। এছাড়া এই অনুবিভাগে অডিট অধিশাখায় কর্মরত একজন যুগ্ম-সচিবের অধীনে অডিট ১ ও ২ শাখা এবং উপ-সচিবের অধীনে অডিট ৩ শাখার (খসড়া ও সংকলন আপত্তি) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ-

৭.২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ কোন নিরীক্ষা ব্যবস্থা নেই। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সচিবালয় অংশের কার্যক্রম শুধুমাত্র বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রধানতঃ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে আসছে।

খাদ্য অধিদপ্তর

১৯৮৪ সালে খাদ্য অধিদপ্তর পুনর্গঠনের সময় সাবেক হিসাব পরিদপ্তর (যা বর্তমানে হিসাব ও অর্থ বিভাগ) থেকে আলাদা করে একজন অতিরিক্ত পরিচালককে প্রধান করে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সরাসরি খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয় মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা সহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ান সমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজ তিন ভাগে ভাগ করে পরিচালিত হয়। যথাঃ ধারাবাহিক নিরীক্ষা; বাৎসরিক নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছর মোট ৫১ টি জেলায় ২৩ টি অডিট টিম প্রেরণ করা হয় এবং ৯৯০ টি কেন্দ্রে নিরীক্ষা সম্পাদিত হয়।

সারণী-৭.৪ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরন	পূর্ববর্তী বছরের জের (১/৭/১৫ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০১৫-১৬ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপ্তি জের (৩০/০৬/১৬ এর সমাপনী স্থিতি)	
		অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	১১৮৬০	৭৫১.৩৯	২৯৭০	১৯.৮৭	১৮৮০	৭.১৯	১২৯৫০	৭৬৪.০৭

খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বহিঃনিরীক্ষা কার্যক্রম প্রধানতঃ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের হিসাব শাখার উপর এই নিরীক্ষা করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের অডিট সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। এতে মোট ৬৩৬ টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। এতে জড়িত অর্থের পরিমান ৪৫৬.৪২ কোটি টাকা। উত্থাপিত আপত্তিসমুহের নিস্পত্তিমূলক ব্রডশিট জবাব দেয়া হচ্ছে।

৭.২.২ বহিঃ নিরীক্ষা

খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য অধিদপ্তরের বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরই খাদ্য অধিদপ্তরের নিরীক্ষার মূখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট ছাড়া ও খাদ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর সীমিত পরিসরে সিভিল অডিট ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অডিট হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিস্পত্তির দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ে বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অডিট অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। অডিট কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের পর মাঠ পর্যায় হতে এর ব্রডশিট জবাব খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায়। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণীভূক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণীর আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিস্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম বিবেচিত অগ্রিম শ্রেণীভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মূখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা তথা মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপর জারী হয় এবং উক্ত আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায়ে ও খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। অগ্রিম, খসড়া ও সংকলনভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়। খাদ্য বিভাগীয় বহিঃ নিরীক্ষার তথ্যাদি সারণী-৭.৫ এ বিস্তারিত দেখানো হলো।

সারণী-৭.৫ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরন	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/১৫ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০১৫-১৬ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনী জের (৩০/০৬/১৬ এর সমাপনী স্থিতি)	
		উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিস্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিস্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	২০৩৫৩	৩২৯৬৬৭.৩৯	৬৩৬	৪৫৬.৪২	১৬২৭	৭১.০৪	১৯৬৬৪	৩৬৬৩.৬৫

৭.২.৩ অডিট আপত্তি নিস্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ও জমে থাকা প্রায় চল্লিশ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য একটা দায়বদ্ধতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। যা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ধারাকে প্রায় ব্যহত ও স্তব্ধ করেছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের অডিট অনুবিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে এসেছে প্রায় বিশ হাজার যা একটি স্বাভাবিক ও সন্তোষজনক কার্যধারার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে প্রায় বিশ হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ও দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় ও পিএ কমিটির সভার কার্যক্রম জোরদারভাবে এগিয়ে চলেছে।

৭.২.৪ দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি

দ্বি-পক্ষীয় সভা

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিস্পন্ন প্রায় বাইশ হাজার আপত্তির অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণীভূক্ত। এ ধরণের আপত্তিসমূহ ব্রডশিট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক নিস্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ৭ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে ৭টি কমিটি নিয়মিতভাবে সভা করে সাধারণ শ্রেণীর নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছে। সারণী "গ" এ দ্বি পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের তথ্যাদি দেয়া হলো।

ত্রি-পক্ষীয় সভা

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিস্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে অগ্রিম শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিব পর্যায়ের ৩ জন কর্মকর্তার নেতৃত্বে তিনটি কমিটি কাজ করছে। খসড়া শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করছে। উক্ত কমিটিসমূহ নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সারণী-৭.৬ এ প্রতিবেদরাধীন অর্থ বছরে সভা অনুষ্ঠানের বিবরণ দেয়া হলো।

সারণী-৭.৬ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ

সভার ধরন	সভার সংখ্যা	আলোচিত অনুচ্ছেদ	নিষ্পত্তির সুপারিশকৃত
দ্বিপক্ষীয় (সাধারণ)	৫৬	২১৮১	১৭০৩
ত্রি-পক্ষীয় (অগ্রিম)	০৯	৩৯২	৩০৬
ত্রি-পক্ষীয় (খসড়া)	০১	২৯	২৬

৮.০ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম

৮.১ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি(FPMC) কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভাপতি মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে দেশের সার্বিক খাদ্য উৎপাদন, মজুদ, বিতরণ পরিস্থিতি, খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ হালনাগাদ হিসাব ও মৌসুমভিত্তিক সঠিক মজুদের পরিমাণ নির্ধারণে সমীক্ষা পরিচালনাসহ সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যু বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ হ'ল:

২৯/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

- মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ হালনাগাদ হিসাব ও মৌসুমভিত্তিক সঠিক মজুদের পরিমান নির্ধারণের জন্য একটি সমীক্ষা নভেম্বর ২০১৬ সালের মধ্যে সম্পন্ন করা।
- খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ, মজুদ ও বাজার মূল্যের চলমান সন্তোষজনক ধারা অব্যাহত রাখা।
- ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় চাল/গম/আটার মূল্য পুণঃনির্ধারন বিষয়ে পরবর্তী আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

- খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ, মজুদ ও বাজার মূল্যের চলমান সন্তোষজনক ধারা অব্যাহত রাখা।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রতি কেজি সিদ্ধচালের মূল্য ৩১.০০ টাকা নির্ধারণপূর্বক ২.০০ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। আমন সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ১৫ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত।
- ওএমএস খাতে বিভাগীয় শহর ঢাকা ও চট্টগ্রামে চাল এবং সমগ্র দেশে পূর্বের ন্যায় আটা বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ওএমএস খাতে প্রতি কেজি চালের এক্স গুদাম মূল্য ১৮.৫০ টাকা ও ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় মূল্য ২০.০০ টাকা এবং প্রতি কেজি গমের এক্স গুদাম মূল্য ১৬.০০ টাকা ও ভোক্তা পর্যায়ে আটার বিক্রয় মূল্য ১৯.০০ টাকা নির্ধারণ। (পরবর্তীতে ২০.০২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সরকারিভাবে ওএমএস বিক্রয় মূল্য কমিয়ে চালের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ১৫ টাকা এবং আটার প্রতি কেজি ১৭ টাকা পুন:নির্ধারিত হয়েছে)।

০৪/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

- খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ, মজুদ ও বাজার মূল্যের চলমান সন্তোষজনক ধারা অব্যাহত রাখা।
- প্রতি কেজি চাল ওএমএস মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য নির্ধারণ করত: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে সুলভ মূল্য কার্ড কর্মসূচি পরিচালনায় ৭.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণের বাজেট সংস্থানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে সভার পক্ষ থেকে পরামর্শ প্রদান।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে প্রতি কেজি ২৮ টাকা মূল্যে ২.০০ লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সংগ্রহের সময়সীমা ১০ এপ্রিল ২০১৬ থেকে ৩১ মে ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় যা পরবতীতে ২০ জুন, ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

২৪/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

- খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ, মজুদ ও বাজার মূল্যের চলমান সন্তোষজনক ধারা অব্যাহত রাখা।
- ২০১৬ সালের বোরো সংগ্রহ মৌসুমে প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৩.০০ টাকা হিসাবে ৭ লাখ মেট্রিক টন ধান সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে এবং প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩২.০০ টাকা হিসাবে (প্রতি কেজি আতপ চাল ৩১.০০ টাকা) ৭.০০ লাখ মেট্রিক টন চাল (সিদ্ধ চাল ৬.০০ লাখ মেট্রিক টন এবং আতপ চাল ১.০০ লাখ মেট্রিক টন) চাতাল ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বোরো সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ৫ মে ২০১৬ থেকে ৩১ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত। তবে, খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ধান ও চাল সংগ্রহের অনুপাত এবং সময়সীমা হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

৮.১.১ জাতীয় খাদ্যনীতি (National Food Policy) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (Plan of Action) এবং খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) মনিটরিং

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি বহুমাত্রিক যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্বস্ব কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। কারণ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্যের সহজ লভ্যতা (availability) খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilization of food) সমভাবে অপরিহার্য এবং এটি অর্জনে সকলের সম্মিলিত প্রয়াশ আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়াস চলছে। কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP 2011-15) এর মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ফলে সপ্তমপঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি বিষয়ে ২০১৬ পরবর্তী হালনাগাদ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় তা (CIP II) সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ৮ টি কারিগরি দল (Technical Working Group) গঠনের মাধ্যমে CIP II প্রণয়নের প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে।

অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেও জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০১৬ প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতির এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চিহ্নিত ২৬ টি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সিআইপির অগ্রাধিকারমূলক ১২টি ক্ষেত্রের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাদৃত হয়েছে।

৮.১.২ তথ্য ব্যবস্থাপনা

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংক্রান্ত ইনফরমেশন সিস্টেম (Food Security and Nutrition Information System) স্থাপন করা হয়েছে। এই ইনফরমেশন সিস্টেম এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে খাদ্য অধিদপ্তর এর তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এমআইএসএন্ডএম), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং হেলেনকেলার ইন্টারন্যাশনাল এর মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য কারিগরী সংস্থার সহায়তায় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজও চলমান রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক ডাটাবেজ তৈরী ও হালনাগাদ করে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট এর ওয়েবসাইটে (www.mofood.gov.bd/ www.fpmu.gov.bd) সকলের জন্য (Publicly) উন্মুক্ত করা হয়েছে।

৮.১.৩ প্রকাশনা কার্যক্রম

এফপিএমইউ কর্তৃক নিয়মিতভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা, মজুদ তথা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়দির তথ্যাদি ও বিশ্লেষণমূলক দৈনিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন এবং জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন পরিকলপনা ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসহ চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন সময়ে গবেষণা এবং জনকল্যাণমূলক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশিকা/পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। দৈনিক প্রতিবেদনে খাদ্যশস্য পরিস্থিতি, সরকারী অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং সরকারী বিতরণ এর একটি চিত্র থাকে। পাক্ষিক প্রতিবেদন (Fortnightly Foodgrain Outlook)- এ মূলতঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের মূল্যের পাক্ষিক পরিবর্তন, Trade prospect ও খাদ্য পরিস্থিতির হাল-নাগাদ তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করা হয়। ত্রৈমাসিক বাংলাদেশ খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন (Bangladesh Food Situation Report) এ বছর জুড়ে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিবরণসহ আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস প্রদান করা হয়ে থাকে। NFP-PoA ও CIP পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে (Monitoring Report) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র প্রতিফলিত হয়।

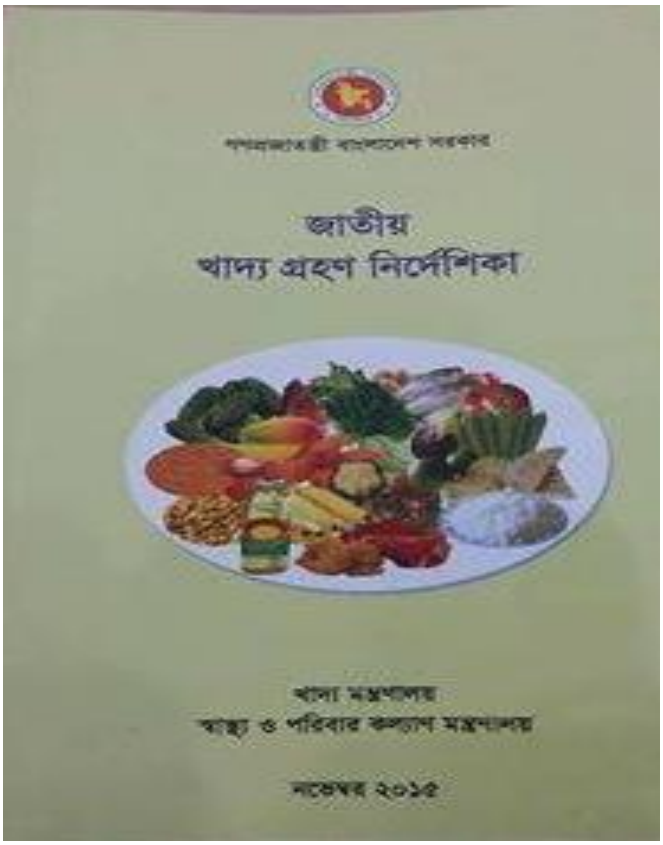

আলোকচিত্র-৮.১ঃ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১১ থেকে ২০১৩ সালে ন্যাশনাল ফুড পলিসি ক্যাপাসিটি স্ট্রেংদেনিং প্রোগ্রাম এর কারিগরি সহায়তায় বারডেম গবেষক দল কর্তৃক 'Desirable Dietary Pattern' শিরোনামে একটি গবেষণা সম্পন্ন করে, যার ফলাফল হিসেবে 'Dietary Guideline for Bangladesh' প্রণীত হয়। পরবর্তিতে এই গাইডলাইনটি জাতীয়ভাবে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'কোর কমিটি' গঠন করা হয়। এই কোর কমিটিকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম. আর.

খান, বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসক প্রফেসর ডাঃ এম. কিউ. কে. তালুকদার এবং বারডেমের মহাপরিচালক প্রফেসর নাজমুন নাহার। এই কোর কমিটি ৪ টি সভার মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে, পরবর্তিতে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল কমিটির সভায় এটি অনুমোদিত হয়। এই খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকাটিতে পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে সময়োপযোগী ধারণা দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশিকায় সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে ১০ টি নির্দেশাবলী ও পুষ্টিবার্তা লেখা রয়েছে যা মেনে চলার মাধ্যমে দেশের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। গত ৩১ মে, ২০১৬ তারিখে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে ।

গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি নিম্নের ছকে দেখা যেতে পারে।

সারণী-৮.১: ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি

প্রতিবেদন/ প্রকাশনার নাম	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকাশিত সংখ্যা
দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন	২৫২ টি
Fortnightly Food grain Outlook	২৪ টি
Bangladesh Food Situation Report (Quarterly)	৪ টি
National Food Policy Plan of Action and Country Investment Plan Monitoring Report-2016	১ টি
জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা (Dietary Guideline for Bangladesh)	১ টি

৯.০ অন্যান্য কার্যক্রম

৯.১ সেবা ও লজিষ্টিক সাপোর্ট

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়সহ ষ্টেশনারী সামগ্রী নিয়মিত সরবরাহের পাশাপাশি অফিস রুম বরাদ্দ ও সজ্জিতকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ব্যবস্থাপনাসহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী এ শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন শাখায় ব্যবহারের জন্য ৬ টি কম্পিউটার, ৫ টি প্রিন্টার, ১ টি ফ্যাক্স, ১ টি স্ক্যানার, ১ টি ফটোকপিয়ার মেশিন এবং আনুসংগিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় পূর্বক সরবরাহ ও সংযোজন করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য একটি টয়োটা হায়েস মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের ১ টি মাইক্রোবাস, খাদ্য অধিদপ্তরের ২ টি জীপ, ১ টি পিক-আপ অকেজো ঘোষণা করা হয়েছে।

৯.২ সমন্বয়

মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সরকারের প্রশাসন যন্ত্র, নীতি নির্ধারণী পর্যায় এবং আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্হায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত ও বিশেষ তথ্যাদি প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও তদানুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্হা গ্রহনই সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখার দৈনন্দিন কাজ। এছাড়া, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখাসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনও এ শাখার কর্মকান্ডের অন্তর্ভূক্ত।

৯.২.১ জাতীয় সংসদ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ চলমান ছিল। এ সময়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক সংসদ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্য মন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানের জন্য খাদ্য ব্যবস্হাপনা সম্পর্কে যথাক্রমে ১১ টি ও ২২৫ টি প্রশ্ন উপস্হাপন করেন। যথা সময়ে এ সকল প্রশ্নের তথ্যাদি মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, সংসদ বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা হয়েছে।

৯.২.২ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্হায়ী কমিটি দেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনাসহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য বিষয়ক আইন প্রণয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যশস্যের মজুদ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অধিক খাদ্যশস্য সংগ্রহে উৎসাহ প্রদানকারী এ কমিটি খাদ্য ব্যবস্হাপনা উন্নয়নে নানামুখী পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কমিটি মোট ৭ টি সভা আহবান করেছিল। সংসদীয় স্হায়ী কমিটির নীতি নির্ধারণী সভায় খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাসহ মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী সভা সমূহে অংশগ্রহণ করেছেন। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র প্রস্তুত এবং বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ পূর্বক কার্যক্রমকে গতিশীল করতে মন্ত্রণালয় হতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। কাঙ্খিত সহযোগিতা পাওয়ায় সংসদীয় স্হায়ী কমিটির সুপারিশ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টিতে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেছে এবং কমিটি সর্বদা পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। সভায় প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের উত্তরাঞ্চলকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ফ্ল্যাট গুদাম ও সাইলো নির্মাণের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে গৃহীত এ সকল উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রতিবেদন আকারে প্রতিমাসে নিয়মিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯.২.৩ অভ্যন্তরীণ সমন্বয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখাসমূহ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সমন্বয় অধিশাখা সার্বক্ষণিক তৎপর থেকে প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। সভাসমূহ আয়োজনের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিময় করা সম্ভব হয়েছে। খোলামেলা ও বিস্তারিত আলোচনা শেষে আলোচনার সারবস্তু সচিব মহোদয়ের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তী মাসে এ সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অনুসরণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আণয়ন সম্ভব হয়েছে।

৯.২.৪ অন্যান্য

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি যেমনঃ মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, জেলা প্রশাসক সম্মেলনের প্রতিবেদন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রতিবেদন যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট শাখা/ অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করত সরকারেরর সাফল্যের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, তথ্য কমিশনকে অবহিতকরণসহ সরকারের সাফল্যের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন বাংলাদেশ টেলিভিশনে বহুল প্রচারের ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.৩ আইসিটি কার্যক্রম

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত/বাস্তবায়িত হয়েছে। নিচে এগুলোর বিবরণ দেয়া হল।

- খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নথি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যমে নতুন ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং খাদ্য অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ছুটির আবেদন অনলাইনে গ্রহন ও নিস্পত্তি করা হচ্ছে।
- মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনা (Suit Information System): খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Suit Information System নামক সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১,১৬৯টি মামলার তথ্য এন্ট্রি করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল ই-সেবা সিস্টেম (NESS) এর আওতায় যশোর জেলায় খাদ্য অধীদপ্তরাধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরে ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে যশোর জেলায় খাদ্য অধিদপ্তরাধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ই-সেবা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান ও তার সাথে প্রয়োজনীয় ল্যাপটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যনার সরবরাহ করা হয়েছে এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- **জনবল তথ্য ব্যবস্থাপনা** (Personnel Information Management System): খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত তথ্য, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, গ্রেডেশন তালিকা প্রভৃতি ডাটাবেজে সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী Personnel Information Management System (PIMS) নামক অনলাইন ভিত্তিক একটি সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৯,২১২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে।
- **খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক খাদ্য সংরক্ষনাগার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।** এ প্রকল্পের Sub-Component B2এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ

নেয়া হয়েছে। সারাদেশে ইন্টারনেট ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন এবং E-Service ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে Service Delivery সহজতর করা হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে-

- ♦ খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার/ল্যাপটপ স্থাপন।
- ♦ সকল কার্যালয়ে নেটওর্য়াক স্থাপন।
- ♦ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা।
- ♦ খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা।
- ♦ দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

- ➢ **চালকল মালিকদের তথ্য সফ্টওয়্যার** (Rice Millers Information Software): খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের মিলারদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য Millers Information Software প্রণয়ন করা হয়েছে যা অচিরেই তথ্য সংরক্ষণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।
- ➢ **খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট** www.dgfood.gov.bd বাংলা ও ইংরেজীতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হালনাগাদ করা হয়েছে। সাইটসমূহে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ খাদ্যশস্য মজুদ, সংগ্রহ, খালাস, বিলি-বিতরণ ইত্যাদি সন্নিবেশিত আছে এবং প্রতিদিন ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়।
- ➢ খাদ্য অধিদপ্তরের সকল **১ম** শ্রেণীর কর্মকর্তাকে (অধিদপ্তরের জেলা পর্যায় পর্যন্ত) ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে। সকল কর্মকর্তার ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং সরকারি সকল পত্রে ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৯.৪ নতুন আইন, নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন

৯.৪.১ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করণে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। আইনটি ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে কার্যকর হয়। এ আইনের অধীন ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকার বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি হচ্ছে খাদ্য-শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা। একজন চেয়ারম্যান, চারজন সদস্য ও একজন সচিবের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ঢাকায় খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য ভবনে প্রধান কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছিল এবং পরবর্তীতে ইস্কাটন গার্ডেনস্থ প্রবাসী কল্যান ভবনে ভাড়াকৃত ফ্ল্যাটে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কর্তৃপক্ষের ১০০৪ জন লোকবদলের একটি সাংগঠনিক কাঠামো (টিওঅ্যান্ডই) অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে।

বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত

(১) নিরাপদ খাদ্য নিরাপদ খাদ্য (নমুন গ্রহণ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ) প্রবিধিমালা, ২০১৬
(২) নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধিমালা, ২০১৬
(৩) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার) প্রবিধিমালা, ২০১৬

এর খসড়া সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণপূর্বক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেটিং গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া, (১) নিরাপদ খাদ্য (পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা) প্রবিধিমালা, ২০১৬, (২) নিরাপদ খাদ্য (মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেভেলিং) প্রবিধিমালা, ২০১৬ এবং (৩) নিরাপদ খাদ্য (কারিগরী কমিটি) প্রবিধিমালা, ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়নক্রমে স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহন করা হচ্ছে।

কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে দেশব্যাপী প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৬ প্রকার পোস্টার ও ৪ প্রকার স্টিকার মুদ্রন পূর্বক বিতরণের জন্য সকল জেলায় জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরন করেছে। বিভাগীয় পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় পর্যায়ে রংপুর ও ঢাকায় এ সময়ে ২ টি কর্মশালার আয়োজন করেছে। কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল আছে এবং এ তহবিলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান জমা হয়ে থাকে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে কর্তৃপক্ষ ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ পায় যার মধ্যে ৮,৬৬,২২,০০০ টাকা ব্যয় হয়।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

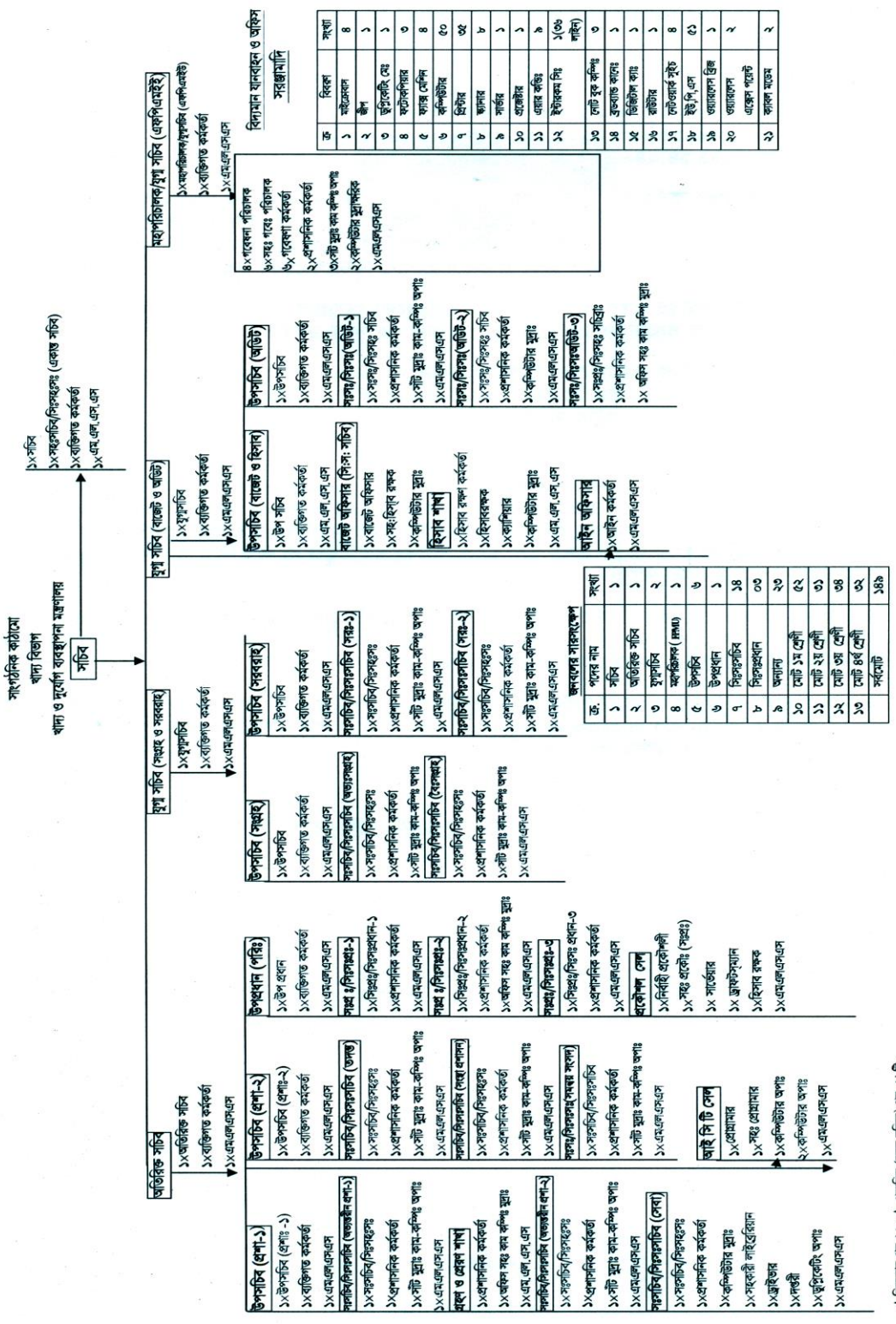

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশক্রমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ও সংসদ শাখা হতে নিম্নরূপভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছেঃ

১। জনাব মানবেন্দ্র ভৌমিক, অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় - আহবায়ক

২। জনাব ফয়েজ আহমদ, মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর - সদস্য

৩। শাওলী সুমন, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য

৪। জনাব আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম-সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য

৫। জনাব মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্ম-সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য

৬। জনাব মোঃ নাসের ফরিদ, মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য

৭ জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপ সচিব (সেবা), খাদ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য

৮। জনাব মোঃ মোস্তফা, যুগ্ম-সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য সচিব